শ্রীমদ্ভাগবত।

মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত।

প্রথম স্কন্ধ।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত ও পরিশোধিত।

শ্রীদয়ালচন্দ্র সাবুই মহোদয়ের ব্যয়ে
প্রকাশিত।

"———————ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥" ব্যাস।

জগদীশ্বরকে নিত্য ধ্যান করা, অর্চ্চনা করা ও তাঁহার নাম

কলিকাতা

সিমুলিয়া-হেদুয়া-দীঘীর পূর্ব্ব হরিপালের লেন ৭ নং ভবনে
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

১২৮৭ সাল।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে একখানি পুরাণ। মহর্ষি বেদব্যাস ইহা রচনা করিয়াছেন। ব্যাস কহিয়াছেন, "অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াও যখন তাঁহার সম্যক্ চিত্ততুষ্টি হইল না তখন নারদ আসিয়া তাঁহাকে ভাগবত রচনা করিতে কহিলেন। অনন্তর ভাগবত রচনা করিয়া তাঁহার তৃপ্তি জন্মিল।" এই কথার তাৎপর্য্য ভাগবত পাঠ করিলেই বিশেষ অবগত হওয়া যাইতে পারে। ভাগবত সত্যই সকল পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্যাসের অসীম জ্ঞান পরিণত ও সম্মার্জ্জিত হইয়া এই পুরাণে নিহিত আছে। ব্রহ্মজ্ঞান ইহার প্রতিপদেই পাওয়া যায়। সুললিত পদবিন্যাস ও গম্ভীর ভাবে এই পুরাণ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ইহাই দ্বৈপায়নের কবিত্বশক্তির প্রমাণস্বরূপ। এই সমুদায় গুণে ভাগবত আমাদিগের দেশে যেরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছে তাহা আমার আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে আমি ইহার বাঙ্গালা অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং প্রতিমাসে দশ ফরমা করিয়া এক এক খণ্ডে প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছি। এক্ষণে এক খণ্ড প্রকাশও করিলাম। পাঠকবর্গ পাঠ করত পরিতৃপ্ত

হইয়া আমাকে উৎসাহ দিলেই ইহাতে সিদ্ধ হইতে পারিব।

শ্রীমান্ শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারেই আমি এই ভাগবত অনুবাদ করিলাম। কিন্তু মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট বোধে অন্যের ব্যাখ্যাও গৃহীত হইল।

বাঞ্ছা ছিল, ভাষায় অধিক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ না থাকে। কিন্তু ভাগবত এত কঠিন ও এত পারিভাষিক শব্দে পূরিত যে তাহার তুল্যার্থ সহজ বাঙ্গালা শব্দ পাওয়া যায় না। অতএব আমার সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু তাহাতে পাঠকবর্গ ভীত হইবেন না। দুই চারিটী সংস্কৃত শব্দ ও দুই একটী দার্শনিক মত আয়ত্ত করিতে পারিলেই গ্রন্থ আয়ত্ত করিতে পারিবেন।

রছুলপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র হাজরা মহাশয় পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন-সমাধা ও প্রচারবিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাদৃশ পরিশ্রম না করিলে উক্ত কার্য্য নির্বাহ করা কঠিন হইত। অতএব এ স্থলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইতি

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মণঃ।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ।
ইং ১লা জুলাই, ১৮৭০।

শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রথম স্কন্ধ।

নানা পুরাণ প্রণয়ন এবং অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়নেও পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া পরাশরনন্দন ব্যাসদেব দেবর্ষি নারদের উপদেশক্রমে ভগবদ্গুণবর্ণন-রূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আরম্ভ করিতে মানস করিয়া কহিতেছেন, আমরা প্রথমতঃ পরম-সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। তমঃ, রজঃ এবং সত্ব নামক গুণত্রয়ের কার্য্যভূত ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা রূপ ত্রিবিধ সৃষ্ট পদার্থ সকলই অসত্য, কিন্তু যেরূপ তেজে এবং মৃণ্ময়-কাচাদিতে জলভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ একমাত্র সেই পরমেশ্বর সত্য বলিয়াই ইহারাও সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। উপাধিভেদে ঈশ্বর নানারূপ বলিয়া অন্যের ভ্রম জন্মে; কিন্তু তাঁহার সে ভ্রম নাই, তিনি আপনার তেজোদ্বারাই তাহার নিরাস করিয়া থাকেন। এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও

ধ্বংস সেই পরমেশ্বর হইতেই হইতেছে। কারণ চরাচরাদি যাবতীয় কার্য্যে তাঁহার সম্বন্ধ এবং আকাশকুসুম প্রভৃতি সমস্ত অকার্য্যে তাঁহার অসম্বন্ধ দেখা যাইতেছে। তিনি এক বার মৃত্তিকা ও সুবর্ণের ন্যায় এই বিশ্বের কারণ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন; আবার কলস ও কুণ্ডলের ন্যায় এই বিশ্বরূপ কার্য্য হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্ম এই বিশ্বের কেবল কারণ নহেন; ইহাকে বিশেষরূপে অবগতও আছেন। তাঁহার সেই জ্ঞান আপনিই উৎপন্ন হয়। তিনি আদিকবি ব্রহ্মার অন্তঃকরণে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কারণ বেদে পণ্ডিত ব্যক্তিরও বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়।

এই পরমরমণীয় ভাগবতগ্রন্থে মাৎসর্য্যশূন্য মহাত্মাদিগের ফলাভিসন্ধিরূপ ভ্রমাদিবিরহিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক তাপত্রয়ের উন্মূলক সুখপ্রদ পরমার্থস্বরূপ বস্তুও ইহা হইতে অনায়াসেই জানিতে পারা যায়। অন্যান্য শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বর নিরূপণ করিতে হইলে অনেক বিলম্ব ও কষ্ট হয়, কিন্তু মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাগবত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিশ্চয় করিতে পারে। অতএব এই গ্রন্থ কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও দেবতাবিষয়ক সকল শাস্ত্র অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ।

হে ভাবগ্রাহি-রসিকবৃন্দ! নিখিলপুরুষার্থসাধন বেদরূপ কল্পতরুর পরমানন্দ-রস-সম্পৃক্ত এই ভাগবতফল নারদ বৈকুণ্ঠ হইতে আমাকে আনিয়া দেন; আমি তাহা শুকমুখে নিক্ষেপ করি। এক্ষণে তাঁহার বদন হইতে বিগলিত হইয়া সেই অমৃত-

ফল পৃথিবীতে পতিত হইল, তোমরা মুক্তিকাল পর্য্যন্ত মুহুর্মুহুঃ আস্বাদন করিতে থাক।

পূর্ব্ব কালে হরিক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষি সকল হরিকে অবলম্বনস্বরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত সহস্র-বৎসর-ব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এক দিন তাঁহারা প্রাতঃকালে আহবনীয় অগ্নিতে হোমকার্য্য সমাপন করিয়া সমীপোপবিষ্ট সূতকে অভ্যর্থনা করত আদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, অনঘ! তুমি মহাভারতাদি অশেষ ইতিহাস কেবল পাঠ কর নাই; অন্যের নিকট ঐ সকল ব্যাখ্যাও করিয়াছ। অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রও তোমার অবিদিত নাই। হে সূত! বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বেদব্যাস এবং অন্যান্য সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিৎ মুনিগণ যে কিছু অবগত ছিলেন, তুমি তাঁহাদিগের অনুগ্রহে সে সকলই বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছ। সেই সকল গুরুজনেরা প্রিয় শিষ্যদিগকে যে সকল গুপ্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও তোমার অবিদিত নাই। অতএব আয়ুষ্মন্! তাঁহাদিগের সকল গ্রন্থ হইতে যাহাকে মনুষ্যের নিশ্চয় মঙ্গলসাধন বলিয়া স্থির করিয়াছ, তাহাই আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর। হে সভ্য! এই কলিযুগে মনুষ্য প্রায় সকলেই অল্পায়ু, অলস, মন্দবুদ্ধি, বিঘ্নাকুল ও রোগাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। যে সকল শাস্ত্রে নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, তাহা এক বারে

শ্রবণ করিবার নহে; অংশ অংশ করিয়া শুনিতে হয়। অতএব তুমি প্রাণীদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত বুদ্ধিপূর্ব্বক সকলের সার সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে উল্লেখ কর; তাহা হইলে বুদ্ধি প্রসন্ন হইবে। সূত! ভক্তদিগের পালনকর্ত্তা ভগবান্ কোন্ ব্যক্তির মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তুমি অবগত আছ, অতএব বর্ণন কর; আমাদিগের শুনিতে বাসনা হইতেছে। তোমার মঙ্গল হউক্। নারায়ণের অবতার মনুষ্যের মঙ্গল ও সমৃদ্ধির নিমিত্তই হইয়া থাকে। মনুষ্য ভয়ানক সংসার প্রাপ্ত হইয়া বিবশ হইলেও যদি এক বার তাঁহার নামোচ্চারণ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়; কারণ ভয়ও তাঁহার নাম শুনিলে ভয় পায়। যে সকল ঋষি তাঁহার পাদযুগল আশ্রয় করিয়া শমপর হইয়াছেন, তাঁহারা সান্নিধ্যমাত্রেই অন্যকে পবিত্র করেন, কিন্তু গঙ্গাজল সেবন না করিলে শুদ্ধ করিতে পারে না। পবিত্র শ্লোক দ্বারা সেই ভগবানের কর্ম্ম স্তব করিতে হয়। যে ব্যক্তি পবিত্র হইতে বাসনা করেন, তিনি অবশ্যই তাঁহার কলিরূপ মলনাশক যশঃকীর্ত্তন শ্রবণ করিবেন। ভগবান্ লীলাক্রমে অংশে অবতীর্ণ হইয়া মহৎ মহৎ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, নারদাদি পণ্ডিতেরা তাহা গান করিয়াছেন। এক্ষণে শ্রদ্ধাসহকারে আমরা শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি, অতএব সেই সকল উল্লেখ কর। হরি লীলাক্রমে আপনার মায়ায় যে যে রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাও বল। আমরা ত তাঁহার চরিত্র শুনিয়া তৃপ্ত হইতে

পারি না। ঔৎসুক্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার যশঃ শ্রবণ করিলে অজ্ঞান নষ্ট হয়। সাধু ব্যক্তিরা উহার প্রতি-পদেই রসাস্বাদন করেন। কেশব মনুষ্যরূপ ধারণ করত প্রচ্ছন্ন হইয়া রামের সহিত গোবর্দ্ধন-ধারণাদি অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন।

আমরা কলিকে উপস্থিত দেখিয়া এই বৈষ্ণবক্ষেত্রে যজ্ঞস্থলে উপবেশন করত হরিকথা শুনিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এক্ষণে বিধাতা সাহসাপহারী কলিরূপ মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত তোমাকে কর্ণধার দেখা-ইয়াদিলেন। সৌম্য! ব্রাহ্মণদিগের হিতসাধক ধর্ম্মের বর্ম্মস্বরূপ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আপনার রূপ গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে ধর্ম্ম কাহার শরণাগত হইয়াছেন বল।

ঋষি-প্রশ্ন-নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

লোমহর্ষণসুত উগ্রশ্রবাঃ ঋষিদিগের পূর্ব্বোক্তপ্রকার প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করত বলিতে আরম্ভ করিলেন, শুকদেব সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া একাকী প্রস্থান করিলে পর তাঁহার পিতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বিরহে কাতর হইয়া "পুত্র!" "পুত্র!" রবে বারংবার আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া শুক বৃক্ষরূপ ধারণ করত তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন, কারণ তিনি যোগবলে সকলেরই অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে পারেন। মহাত্মা স্বভাবজ-করুণ-গুণে সংসার-রূপ প্রগাঢ় অন্ধকার অতিক্রম করিতে অভিলাষী সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে আত্মতত্ত্বের প্রকাশক, অসাধারণ-প্রভাব সম্পন্ন, নিখিল বেদার্থের সারভাগস্বরূপ পুরাণসংক্রান্ত অনুপম গূঢ় কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি সেই মুনি-গুরু ব্যাসনন্দনের চরণে নমস্কার করিয়া শরণাগত হইলাম।

গ্রন্থ কীর্ত্তন করিতে হইলে প্রথমতঃ নারায়ণ, সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করিতে হইবে।

ঋষিগণ! তোমরা আমাকে লোকের মঙ্গলকর হরিবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাতে আমি সাতিশয় আনন্দিত হইলাম। সংসারে ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রশ্ন আর হইতে পারে না; কারণ ইহাতে আত্মা প্রসন্ন হয়। স্বর্গাদিলাভের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম অপেক্ষা স্বার্থ-শূন্য ভগবদ্ভক্তিই পুরু-

যের পরম ধর্ম্ম। বাসুদেব-বিষয়িণী ভক্তির সহযোগে ধর্ম্ম শীঘ্রই বৈরাগ্য এবং নিরর্থক তর্কাদির অগোচর জ্ঞান উৎপাদন করে। লোকে যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহাতে যদি হরিকথাশ্রবণে ভক্তি উৎপাদন করিতে না পারে, তবে সে নিষ্ফল। উত্তম রূপে অনুষ্ঠান করিলেও সে ধর্ম্ম কেবল বৃথা শ্রমমাত্র হইয়া থাকে। অর্থ, মুক্তি লাভের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের যোগ্য উদ্দেশ্য নহে। মুনিগণ বলিয়া থাকেন, কাম অর্থের যথার্থ ফল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় সুখকেই বা কি রূপে বিষয়ভোগের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি; কারণ মনুষ্য যত দিন জীবিত থাকে, তত দিনই বিষয়ভোগ করিতে পারে। অপর, স্বর্গাদিলাভের নিমিত্ত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করা জীবনের প্রয়োজন নহে, তত্ত্বজিজ্ঞাসাই তাহার যথার্থ উদ্দেশ্য। অনেকে ধর্ম্মকেই তত্ত্ব বলিয়া জানেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে। বেদবেত্তারা বলিয়া থাকেন, অনন্ত অবিনশ্বর জ্ঞানেরই নাম তত্ত্ব। সেই জ্ঞানই কখন ব্রহ্ম, কখন পরমাত্মা, কখন বা ভগবান্ নামে কথিত হইয়া থাকেন। শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ বেদান্ত শ্রবণ দ্বারা উপার্জ্জিত বৈরাগ্য-সংবলিত ভক্তি দ্বারা সেই পরমাত্মাকে আপনাদিগেতেই দেখিতে পান। অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তপস্বিগণ! লোকে আশ্রমবিভাগ অনুসারে যে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, হরির তুষ্টি উৎপাদন সে সকলেরই ফলস্বরূপ। এই সকল কারণে ভক্তের পালনকর্ত্তা ভগবান্‌কে এক মনে শ্রবণ করা, কীর্ত্তন করা, ধ্যান করা

এবং পূজা করা উচিত। পণ্ডিত ব্যক্তিরা যে ভগবানের ধ্যানরূপ অসি সহকারে কর্ম্মগ্রন্থি ছেদ করিতে পারেন, তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে কাহার না মন হইবে? তীর্থ-নিষেবণ প্রভৃতি পুণ্য কার্য্য দ্বারা মনুষ্যের ভগবান্‌কে সেবা করা হয়। তাহা হইতেই ধর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মে। শ্রদ্ধা হইলেই অল্পে অল্পে শ্রবণের ইচ্ছা হইতে থাকে। ইচ্ছা হইলেই অভিরুচি জন্মে। যাঁহারা হরিকথা শ্রবণ করেন, পবিত্রনামা, সাধু ব্যক্তির সখা হরি তাঁহাদিগের কামাদিবাসনারূপ বাহ্য ও আন্তরিক অমঙ্গল দূর করেন। সেই সকল অমঙ্গল অধিকাংশে নষ্ট হইলে পর, নিত্য ভাগবত সেবা করিলেই পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি জন্মে। তখন চিত্ত রজঃ ও তমোগুণজন্য কাম-লোভাদি-বিরহিত হইয়া সত্বগুণেই পর্য্যবসিত হয়। ভগবদ্ভক্তির সহযোগ হেতু মন প্রসন্ন হইলে মনুষ্য সংসার-সংসর্গ হইতে মুক্ত হন; সুতরাং তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। জ্ঞানোৎপত্তির পরক্ষণেই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়। তখন তাঁহার অহম্বুদ্ধি নাশ পায়; সকল সংশয়ই দূরীভূত হয়; এবং অনারব্ধফল যাবতীয় কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে পণ্ডিত ব্যক্তিরা পরম আনন্দসহকারে ভগবান্ বাসুদেবে নিত্য ভক্তি করিয়া থাকেন। তাহাতে আত্মা প্রসন্ন হয়।

একমাত্র পুরুষই সত্ব, রজঃ ও তমোনামক প্রাকৃতিক গুণত্রয় সহযোগে হরি, বিরিঞ্চি ও হর রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে সত্বময় হরি হইতেই মনুষ্যের মঙ্গল হইয়া থাকে। যেরূপ জড় ও প্রকাশ-রহিত পৃথিবীময় কাষ্ঠ

হইতে প্রথমতঃ চলৎশক্তিসম্পন্ন ধূম, পশ্চাৎ সেই ধূম হইতে বেদোক্ত কার্য্যের সাধন উৎকৃষ্টতর অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ তমো হইতে রজঃ এবং রজো হইতে সত্ত্বগুণ উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মকে প্রকাশ করে। সুতরাং সত্ত্বগুণময় হরি, বিরিঞ্চি ও হর উভয় হইতেই প্রধান। পূর্ব্বকালে মুনিগণ এই সকল কারণেই ভগবান্‌কে শুদ্ধসত্ত্বরূপে ভজনা করিতেন; অতএব এক্ষণে যাঁহারা তাঁহাদিগের অনুকরণ করিবেন, তাঁহারাও সংসারের মঙ্গল সাধন করিবেন। যে সকল শান্ত ব্যক্তিরা মোক্ষ লাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা পিতৃ ও লোকপালদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণের অংশই ভজনা করেন, কিন্তু কাহারও দ্বেষ করেন না। আর যাঁহারা নিজে রজঃ ও তমোগুণাবলম্বী তাঁহারাই রজস্তমপ্রকৃতি পিতৃ ও ভূতপতিদিগকে শ্রী, ঐশ্বর্য্য এবং সন্তানলাভের নিমিত্ত উপাসনা করিয়া থাকেন। বেদ, যজ্ঞ, যোগ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্যা ও ধর্ম্ম, এই সকলেরই তাৎপর্য্য একমাত্র বাসুদেব। বাসুদেব ভিন্ন আর গতি নাই। ভগবান্ নিজে নির্গুণ হইয়াও কার্য্য-কারণাত্মিকা আপনার গুণময়ী মায়ায় প্রথমতঃ এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। পশ্চাৎ সেই গুণ সকল আকাশাদিরূপে প্রকাশিত হইলে পর, তাহাদিগকে যেন আপনার গুণ বলিয়াই জ্ঞান করত সকলের অভ্যন্তরে বিরাজিত হইয়া আছেন; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার সে অভিমান নাই; কারণ তিনি বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ। যেমন একমাত্র বহ্নি আপন উৎপত্তির স্থানভূত যাবতীয় কাষ্ঠেই নিহিত

আছে, সেইরূপ বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর একাকীই নানা ভূত আশ্রয় করিয়া নানা রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ভগবান্ নিজগুণনির্ম্মিত সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয়, আত্মা ও মনোরূপ ভূত-চতুষ্টয় আশ্রয় করিয়া ইচ্ছাক্রমে উপযুক্ত বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। সত্বগুণময় লোককর্ত্তা লীলাক্রমে দেবতা, পশু, পক্ষী ও মনুষ্যাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়া লোকসমূহ পালন করেন।

শ্রীভগবদ্গুণ-বর্ণন-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন, ভগবান্ লোক-সৃষ্টির নিমিত্ত প্রথমতঃ মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা বিনির্ম্মিত, পঞ্চমহাভূতময়, একাদশেন্দ্রিয়সম্পন্ন পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই পুরুষ পদ্মনামক কল্পে যোগনিদ্রা অবলম্বন করত শয়ন করিলে পর, তাঁহার নাভিহ্রদ হইতে এক পদ্ম জন্মে। সেই পদ্মগর্ভে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পুরুষরূপ বিশুদ্ধ সত্ব-গুণময়। তাহারই অবয়ব-সংস্থান দ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে। যোগী সকল প্রভূত জ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎ-কার লাভ করত বলিয়া থাকেন, ভগবানের পুরুষরূপ অসংখ্য অদ্ভুত হস্ত, পদ, মস্তক, কর্ণ, নাসিকা, মৌলি ও কুণ্ডলে ভূষিত। পুরুষাবতার অন্যান্য যাবতীয় অবতারের অক্ষয় বীজ-

স্বরূপ। ইহার ধ্বংস নাই। চরমে সকল অবতারই এই অবতারে বিলীন হয়। ইহারই অংশ দ্বারা দেবতা, পশু, পক্ষী ও মনুষ্যাদিরূপ নানাবিধ অবতারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যিনি প্রথমতঃ পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই পশ্চাৎ কৌমারনামক সৃষ্টি আশ্রয় করত ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়া সুদুশ্চর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়াছিলেন। লোকনাথ এই বিশ্বের উৎপত্তির নিমিত্ত দ্বিতীয় বার শূকররূপে অবতীর্ণ হইয়া জলমগ্না পৃথিবী উদ্ধার করেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহার তৃতীয় অবতার। বিভু এই অবতারে বৈষ্ণব তন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব তন্ত্র দ্বারা মনুষ্য কর্ম্মভোগ হইতে মুক্ত হয়।

ভগবান্ চতুর্থ অবতারে ধর্ম্ম-ভার্য্যার গর্ভে নরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া আত্মসংযম করত দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন; এবং পঞ্চমে সিদ্ধেশ্বর কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া কালবশে নষ্টপ্রায়, নিখিল তত্ত্বের নিশ্চিতিসাধন সাংখ্য দর্শন প্রচার করিয়াছিলেন। দত্তাত্রেয় তাঁহার ষষ্ঠ অবতার; এই অবতারে অত্রির প্রার্থনানুসারে তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বকর্ত্তা অলর্ক ও প্রহ্লাদাদির নিকট আত্মবিদ্যা কহিয়াছিলেন। সপ্তমে রুচি হইতে আকুতীর গর্ভে যজ্ঞ নামে অবতীর্ণ হইয়া স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করেন; এবং অষ্টমে মেরুদেবীর গর্ভে ও অগ্নীধ্রপুত্রের ঔরসে ঋষভ নামে অবতীর্ণ হইয়া পণ্ডিতদিগকে সর্ব্বাশ্রম-নমস্কৃত পরমহংসের পথ দর্শন করান।

পৃথু নামে নারায়ণের অতিরমণীয় নবম অবতার। এই

অবতারে তিনি ঋষিদিগের প্রার্থনা অনুসারে পৃথিবী হইতে নানাবিধ রত্ন এবং ওষধি দোহন করিয়াছিলেন। অনন্তর চাক্ষুষনামক মন্বন্তরে জলপ্লাবন হইলে পর, তিনি মৎস্যনামক দশম অবতার গ্রহণ করিয়া মহীরূপ নৌকায় আরোপণ করত বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করেন।

পূর্ব্বকালে যখন দেব ও অসুর গণ মিলিত হইয়া সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভগবান্ সেই সময় কূর্ম্মরূপ একাদশ অবতার গ্রহণ করিয়া পৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। দ্বাদশে ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া অমৃতভাণ্ড গ্রহণ করত সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হন। ত্রয়োদশে মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া সৌন্দর্য্যমুগ্ধ দেবতাদিগকে অমৃত পান করান। চতুর্দশে নরসিংহ হইয়া, রজ্জুনির্ম্মাতা এরকাতৃণের ন্যায়, ঊরুদেশে রাখিয়া দৈত্যেন্দ্র কশিপুকে নখ দ্বারা বিদারণ করেন। পঞ্চদশে বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া বলির যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন এবং ত্রিলোক অধিকার করিতে অভিসন্ধি করিয়া ঐ রাজার নিকট ছলপূর্ব্বক ত্রিপাদপরিমিত ভূমি প্রার্থনা করেন। ষোড়শে পরশুরাম হইয়া ক্রোধ বশতঃ পৃথিবীস্থ যাবতীয় ব্রাহ্মণদ্বেষী ক্ষত্রিয়দিগকে একবিংশতি বার নিঃশেষে বিনাশ করেন। সপ্তদশে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন এবং মনুষ্যদিগের বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি সাতিশয় সঙ্কুচিত দেখিয়া বেদতরুর শাখা বিস্তার করেন। অষ্টাদশে দশরথ-তনয় মহারাজ রামচন্দ্র রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবকার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত সাগর-বন্ধন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য

সম্পাদন করেন। অবশেষে পৃথিবীর ভার নাশ করিতে অভিলাষী হইয়া ঊনবিংশে রাম-কৃষ্ণ-রূপে যদুবংশে অবতীর্ণ হন।

এক্ষণে কলিযুগের সঞ্চার হইয়াছে। ভগবান্ এই যুগে গয়াপ্রদেশে বুদ্ধ নামে অবতীর্ণ হইবেন। শেষে কলির অন্ত-সময়ে যখন রাজা সকল দস্যুর ন্যায় ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, নারায়ণ তখন বিষ্ণুবশা নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে অবতীর্ণ হইয়া কল্কিরূপ ধারণ করিবেন।

ঋষিগণ! যেরূপ কোন এক অক্ষয় সরোবর হইতে অসংখ্য জলপ্রবাহ বহির্গত হইয়া দিকে দিকে ধাবিত হয়, সেই-রূপ সত্বনিধি একমাত্র পরমেশ্বর হইতে বিবিধ অবতারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রজাপতি, দেবতা, ঋষি, মনু ও মানব, সকলেই হরির অংশ। পূর্ব্বোক্ত অবতারদিগের মধ্যে কেহ ভগবানের অংশ, কেহ বা কলা; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্।

ইন্দ্রশত্রু দৈত্যগণ মর্ত্ত্য লোকে জন্মলাভ করত উপদ্রব আরম্ভ করিলে, হরি উক্ত প্রকারে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যদিগকে উদ্ধার করেন। যে ভক্ত ব্যক্তি যথোচিত পবিত্র হইয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে ভগবানের সেই অতি দুর্জ্ঞেয় অব-তারের নামোল্লেখ করেন, তিনি সকল দুঃখ হইতেই মুক্ত হন।

জ্ঞানময় পরমেশ্বর মহদাদিরূপ আপনার মায়াগুণেই এই সকল রূপ ধারণ করেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি নিরাকার। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তিনিই সকলকে দেখিতে-

ছেন। যেরূপ মেঘ দেখিয়া আকাশ এবং পার্থিব পরমাণুর উপলব্ধি করিয়া বায়ু, দেখিলাম বলিয়া বোধ হয়; সেইরূপ মনুষ্য অজ্ঞান বশতঃ সেই অদৃশ্য পরমেশ্বরকে দৃশ্য বলিয়া জ্ঞান করে।

তাপসবৃন্দ! পূর্ব্বোক্ত অবতার ভিন্ন ভগবানের আর যে সূক্ষ্ম রূপ আছে, তাহার হস্ত বা পদ কিছুই নাই; সুতরাং তাহা শ্রবণ ও দর্শনের বহির্ভূত, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়; কারণ তাহা হইতেই স্থূল দেহে জীবশব্দের প্রয়োগ এবং জীবের পুনর্জন্ম হইয়া থাকে। যখন জ্ঞানবলে অবিদ্যা-জনিত ভগবানের সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপ ভ্রমমাত্র বলিয়া বোধ হয়, জীব তখনই আপনাকে জ্ঞানময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারে। আত্মা মায়াশক্তি দ্বারা যত দিন আচ্ছন্ন থাকেন, অবিদ্যা তত দিন নষ্ট হয় না, কিন্তু সেই অবিদ্যা যখন জ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তখন স্থূলসূক্ষ্মরূপ উপাধিভ্রম নষ্ট করিয়া আপনিই ক্ষয় পায়। অন্তর্যামী ভগবান্ কর্ম্ম ও জন্ম রহিত; কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, অবিদ্যা-সংসর্গে জীবের ন্যায় তিনি অতি দুর্জ্ঞেয় জন্ম লাভ এবং কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তথাপি জীব হইতে তাঁহার অনেক বিশেষ আছে। ইন্দ্রিয়নাথ এই বিশ্ব সৃষ্টি, পালন ও নাশ করিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই লিপ্ত নহেন। ইচ্ছা অনুসারে সর্ব্ব ভূতের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রিয়সুখের কেবল আঘ্রাণ লইতেছেন; ইহাতে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সৃষ্টি আদি কার্য্য এবং বিষয়ভোগের ফল কি? কিন্তু সে বিষয়ে

উত্তর করা যায় না। কুবুদ্ধি মনুষ্য তর্কাদি দ্বারা তাঁহার লীলার প্রয়োজন স্থির করিতে পারে না। অজ্ঞ নটের ন্যায় তদ্দত্ত মন ও বাক্য দ্বারাই তাঁহার রূপ কল্পনা এবং নাম কীর্ত্তন করিতেছে। তবে যে ব্যক্তি সেই দুরন্ত-বীর্য্য পরাৎপর চক্র-পাণি পরমেশ্বরের মনোহর পাদ-পদ্ম-গন্ধ নিরন্তর ভক্তি সহকারে ভজনা করেন, তিনি ভক্ত বলিয়া কিছু কিছু জানিতে পারেন। অতএব, ঋষিগণ! আপনারা ধন্য; কারণ আপনারা সর্ব্ব লোকের অধীশ্বর বাসুদেবে ঐকান্তিক ভক্তি করিতেছেন। নারায়ণে এরূপ ভক্তি করিলে জীবকে আর ভয়ানক জন্মযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না।

তাপসবৃন্দ! ব্যাসদেব যাবতীয় পুরাণ ও ইতিহাসের সার সংগ্রহ করিয়া নিখিলবেদতুল্য, মহৎ স্বস্ত্যয়নস্বরূপ এই ভাগবত গ্রন্থ লোকের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত রচনা করত প্রথমে আপন পুত্র ধীরশ্রেষ্ঠ শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। ইহাতে পবিত্র-কীর্ত্তি-নারায়ণ-চরিত বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে। যখন মহারাজ পরীক্ষিৎ অনাহারে জীবন পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবর্গে বেষ্টিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করেন, শুকদেব সেই সময় তাঁহাকে ইহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। কলিযুগের সঞ্চার হইবামাত্রই শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম ও জ্ঞান লইয়া নিজ ধামে প্রস্থান করিয়াছেন; তজ্জন্য লোক সকল অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। সেই অন্ধকার দূর করিবার নিমিত্ত এক্ষণে এই ভাগবতসূর্য্য উদিত হইল।

বিপ্রবর্গ! যখন প্রভূত-তেজঃ-শালী শুকদেব পরীক্ষিতের

নিকট ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সময় আমি মনোযোগ সহকারে সমস্ত শুনিয়াছিলাম; সুতরাং সেই ব্রহ্মর্ষির প্রসাদে সকলই জানিতে পারিয়াছি। অতএব যেমন যেমন শুনিয়াছিলাম, নিজ বুদ্ধি অনুসারে অবিকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

সূত এইপ্রকার বলিলে পর সেই দীর্ঘ-কাল-ব্যাপি-যজ্ঞ-স্থলে উপবিষ্ট ঋষিদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কুলপতি ঋগ্বেদী শৌনক তাঁহার বিশেষ সমাদর করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ সূত! ভগবান্ শুকদেব যে পবিত্র ভাগবতী কথা কহিয়াছিলেন, তুমি আমাদিগের নিকট তাহা বর্ণন কর। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোন্ যুগে, কোন্ স্থানে এবং কি কারণে এই ভাগবত সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন? কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহাকে আজ্ঞা করেন। তাঁহার পুত্র শুকদেব পরমযোগী, ব্রহ্মদর্শী ও ভেদজ্ঞানবিহীন। তাঁহার বুদ্ধি একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই ধাবিত হয় না। তিনি মায়া-নিদ্রায় আচ্ছন্ন নহেন, সুতরাং অন্যে তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য মূঢ় বলিয়া বোধ করে। শুনিয়াছি, যখন তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া উলঙ্গবেশে বনগমন করেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া

মার্গসন্নিহিত-সরোবর-সলিলে ক্রীড়াসক্ত অপ্সরোগণ অণু-মাত্রও লজ্জিত হন নাই। কিন্তু যখন ব্যাসদেব পুত্রের অনু-সরণক্রমে পরক্ষণেই সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সুরকামিনীরা উত্থান করত অস্তে ব্যস্তে আপন আপন বস্ত্র পরিধান করিলেন। মহর্ষি তাহাতে বিস্মিত হইয়া তাঁহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ অসঙ্গত আচরণের কারণ কি? তোমরা শুককে উলঙ্গ দেখিয়া সঙ্কুচিত হইলে না; কিন্তু আমাকে বস্ত্রাবৃত দেখিয়াও বসন পরিধান করিলে। তাঁহারা উত্তর করিলেন, ঋষে! আপনার স্ত্রীপুরুষ বলিয়া ভেদজ্ঞান আছে, কিন্তু শুকের তাহা নাই। সূত! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যাঁহার এরূপ উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার এবং যিনি মূক ও জড়ের ন্যায় পর্য্যটন করেন, তিনি কিরূপে প্রথমতঃ কুরুজাঙ্গল প্রদেশে এবং পশ্চাৎ হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন? পুর-বাসীরা তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে পারিয়াছিল? পাণ্ডু-পুত্র পরীক্ষিতের সহিত কিরূপেই বা তাঁহার কথোপকথন হইয়াছিল, যে তাহাতে এই ভাগবতসংহিতা কীর্ত্তন করা হয়? শুকদেব মধ্যে মধ্যে চরণরেণু দ্বারা গৃহস্থের আশ্রম পবিত্র করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কোন স্থানেই অধিক ক্ষণ অবস্থিতি করেন না। যে সময়ের মধ্যে একটী গাভী দোহন করা যায়, মহাভাগ তাহার অধিক কাল কোথাও বাস করেন না। অতএব তিনি ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হই-তেছে। যে অভিমন্যুতনয় পরীক্ষিতের নিকট তিনি এই পুরাণ কহিয়াছিলেন, সূত! তুমি তাঁহারও জন্মবৃত্তান্ত উল্লেখ কর।

পাণ্ডুবংশের যশোবর্দ্ধন সেই মহীপতি কি কারণে রাজ্যসম্পত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ভাগীরথীতীরে উপবেশন করত অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন? শত্রুগণ আপনাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত নানা ধন লইয়া আগমন করত তাঁহার পাদযুগলে নমস্কার করিত, তথাপি তিনি কিজন্য যৌবনকালেই প্রাণের সহিত সেই রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? কোন রাজাই ত এরূপ করিতে পারেন না। যশোলিপ্সু ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিরা আপনার নিমিত্ত জীবনধারণ করেন না; কেবল লোকের ঐশ্বর্য্য, সমৃদ্ধি ও মঙ্গলসিদ্ধির জন্যই জীবিত থাকেন। কিন্তু পরীক্ষিৎ ভক্ত হইয়াও কি কারণে সংসারবাসনা পরিত্যাগ করিয়া পরোপকারসাধন কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? সূত! তুমি সেই সমুদায় আমাদিগের নিকটে ব্যক্ত কর। এই বিষয়ে আমরা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম, বোধ করি, বেদ ভিন্ন সে সকলেরই তুমি পার দর্শন করিয়াছ।

সূত শৌনকের বাক্য শুনিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, যুগপরিবর্ত্তের নিয়মক্রমে দ্বাপরনামক তৃতীয় যুগ উপস্থিত হইলে মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব হরির অংশে ও পরাশরের ঔরসে উপরিচর বসুর দুহিতা সত্যবতীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই ভূতভবিষ্যবেত্তা পরাশর-নন্দন দিব্য জ্ঞানে দেখিতে পাইলেন, কালের অতি দুর্জ্জেয় ও অলক্ষ্য বেগবশে পৃথিবীতে যুগপরিবর্ত্ত হইতেছে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন যুগধর্ম্ম পরস্পর মিশ্রিত হইয়াছে। তজ্জন্য এই ভৌতিক শরীরেরও শক্তি হ্রাস হইয়াছে। মনুষ্যের আর তাদৃশ ঈশ্বরশ্রদ্ধা নাই;

ধৈর্য্য নাই ; বুদ্ধি নাই। তাহাদিগের পরমায়ুও অল্প হইয়া আসিয়াছে ; ভাগ্যও আর পূর্ব্বের ন্যায় বলবান্ নাই। তখন মহর্ষি এক দিন সূর্য্যোদয়সময়ে সরস্বতীতীরস্থিত আপন আশ্রমে উপবিষ্ট হইয়া তটিনীর পবিত্র বারি স্পর্শ করত ভাবিতে লাগিলেন, কি করিলে সর্ব্ব বর্ণের মঙ্গল হয়। অশেষ-জ্ঞান-সম্পন্ন ভগবান্ এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, বৈদিক কর্ম্ম ঋত্বিক্চতুষ্টয় দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে লোকের শুদ্ধি উৎপাদন করিতে পারে। অনন্তর তদনুসারে এক বেদ চারি অংশে বিভক্ত করিলেন। এই রূপে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদের উদ্ধার হইল। ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ নামে কথিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে পৈল ঋক্, জৈমিনি সাম, বৈশম্পায়ন যজু এবং নিষ্ঠুরকর্ম্মা সুমন্ত অথর্ব্ব বেদ অধ্যয়ন করিয়া তত্তদ্বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। আমার পিতা রোমহর্ষণ ইতিহাস ও পুরাণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সকল ঋষিরা আপন আপন বেদ নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া নিজ নিজ শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। সেই সকল শিষ্যেরাও তাঁহাদিগের শিষ্যকে শিক্ষা দেন। এই রূপে এক এক বেদের অশেষ শাখা হইয়াছে। মন্দবুদ্ধি মনুষ্যেরা এক্ষণে সেই সকল শাখা অধ্যয়ন করে। দীনবৎসল ভগবান্ বেদব্যাস এই কারণেই বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন। তিন বর্ণের অধম শূদ্র ও স্ত্রী জাতি বেদ শ্রবণ করিতে পারে না। এই বিবেচনায় ঋষি তাহাদিগেরও হিতসাধন করিতে অভিলাষী হইয়া মহাভারত প্রণয়ন করিলেন।

কিন্তু, ব্রাহ্মণগণ! সর্ব্ব প্রাণীর মঙ্গলের নিমিত্ত এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও মুনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তখন চিন্তান্বিত-চিত্তে সরস্বতীর পবিত্র তটে উপবেশন করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন, আমি ব্রতধারণ করিয়া বেদ, গুরু ও অগ্নিকে যথার্থই পূজা করিয়াছি। তাঁহাদিগের আজ্ঞাও লঙ্ঘন করি নাই। ভারতচ্ছলে সমুদায় বেদার্থই কীর্ত্তন করিয়াছি। তাহা হইতে স্ত্রীজাতি এবং শূদ্র প্রভৃতি অপকৃষ্ট বর্ণও ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিতে পারে। তথাপি আমার জীবাত্মা বাস্তবিক পূর্ণ হইয়াও কেন পরমাত্মার সহিত আপনাকে অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারিতেছে না; কেনই বা ব্রহ্ম-তেজঃ-সম্পন্ন হইয়াও অসতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। বোধ হয়, ভারতাদিতে ভাগবত ধর্ম্ম বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিয়া পরমহংসদিগের তুষ্টিসাধন করিতে পারি নাই। যে ধর্ম্মে পরমহংসেরা পরিতৃপ্ত হন, নারায়ণ তাহাই ভাল বাসেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পূর্ব্বোক্ত সরস্বতীতীরস্থ আশ্রমে বসিয়া এইরূপ দুঃখ করিতেছেন, এমত সময়ে দেবপূজিত নারদ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মুনি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সহসা গাত্রোত্থান করত তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন।

নারদাগমন-নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, অনন্তর মহাযশা বীণাপাণি দেবর্ষি নারদ সুখে উপবেশন করিয়া ঈষৎ হাস্য করত সমীপোপবিষ্ট ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ পরাশরনন্দন! তোমার শরীরাভিমানী আত্মা শরীরের প্রতি এবং মনোভিমানী আত্মা মনের প্রতি ত সন্তুষ্ট আছেন? ধর্ম্মাদি সমুদায় ত উত্তম রূপে জানিতে পারিয়াছ? তদ্বিষয়ক অনুষ্ঠানের ত কোন ত্রুটি হয় নাই? অথবা বোধ হয়, সে সকলই সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে; কারণ তুমি নিখিল-ধর্ম্ম-পূরিত মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছ; নিত্য ব্রহ্মের মীমাংসা করিয়াছ এবং তাঁহাকে জানিতেও পারিয়াছ। কিন্তু তথাপি অকৃতকার্য্য ব্যক্তির ন্যায় শোক করিতেছ কেন?

ব্যাসদেব উত্তর করিলেন, দেবর্ষে! আপনি যাহা যাহা অনুমান করিলেন, সে সকলই সত্য; কিন্তু কিছুতেই আমার শারীর ও মানস আত্মা তৃপ্ত হইতেছে না। তাহার কারণও বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনার বুদ্ধিরও ইয়ত্তা নাই। অতএব আপনাকেই সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি সমুদায় গুপ্ত বিষয়ই জ্ঞাত আছেন; কারণ যে কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তা নির্লিপ্ত পুরুষ নিজ গুণে এই বিশ্বের সৃজন, পালন ও ধ্বংস করিতেছেন, আপনি তাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। সূর্য্যের

ন্যায় ত্রিলোক পর্য্যটন করিয়া আপনি সকলই দেখিতেছেন এবং বায়ুর ন্যায় অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া সকলেরই বুদ্ধি-বৃত্তি জানিতেছেন। অতএব আমাকে সমুদায় নিশ্চয় করিয়া বলুন। আমি যোগ ও অধ্যয়ন দ্বারা পরমাত্মা ও বেদ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছি। তথাপি আমার আত্মা তৃপ্ত হইতেছে না কেন?

নারদ বলিলেন, তুমি ভগবানের নির্ম্মল যশ বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন কর নাই। যে জ্ঞানে বাসুদেব তুষ্ট না হন, আমরা তাহাকে অপকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া থাকি। ভারতাদিতে তুমি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিশেষ রূপে প্রদর্শন করিয়াছ; কিন্তু বাসুদেবের মহিমা সেরূপ সম্পূর্ণ রূপে কীর্ত্তন কর নাই। অতি মনোরম পদবিন্যাস থাকিলেও যে বাক্যের কোন স্থানেই হরির যশঃ-কীর্ত্তন নাই, সে কেবল নীচাশয় কামী ব্যক্তিরই অনুরাগ আকর্ষণ করে। যেরূপ রাজহংসগণ বায়স-সেবিত অপরি-ষ্কৃত গর্ত্তাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছোদক মানস সরোবরেই বিহার করে, সেইরূপ সত্ত্বগুণাবলম্বী পরমহংস সকল ঐ কুৎসিত বাক্যে আদর করেন না; তাঁহারা নির্ম্মল ব্রহ্মেই পরমানন্দে বিহার করেন। যে গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকেই অনন্তকীর্ত্তি ভগবানের নামকীর্ত্তন থাকে, সেই গ্রন্থই লোক-সমূহের পাপনাশ করিতে পারে; কারণ সাধু ব্যক্তিরা ঐ নাম শ্রবণ, উচ্চারণ ও গান করিয়া থাকেন। অন্য কি, হরি-ভক্তির সহিত মিশ্রিত না হইলে উপাধি-ভ্রম-শূন্য অভেদাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানও শোভা পায় না; সুতরাং দুঃখরূপ কাম্য ও

অকাম্য কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে কি রূপে শোভা পাইতে পারে? বেদব্যাস! তুমি বুদ্ধিবলে সকল বিষয়েরই তাৎপর্য্য বুঝিতে পার; নির্ম্মল যশও উপার্জ্জন করিয়াছ; সত্যেও তোমার বিলক্ষণ নিষ্ঠা আছে; বিবিধ ব্রতেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাক; অতএব লোকের বন্ধনমোচনের নিমিত্ত তুমি সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ বাসুদেবের চরিত্র যোগবলে স্মরণ করিয়া বর্ণন কর। তদ্ভিন্ন অন্য কোন বিষয় কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তোমার বুদ্ধি বর্ণনীয় রূপ ও নামসমূহে বিব্রত হইয়া বায়ুবলে ঘূর্ণায়মান নৌকার ন্যায় কোন স্থানেই স্থির হইতে পারিবে না। তুমি ভারতাদিতে স্বভাবতঃ কাম্যকর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিদিগকে নিন্দনীয় কাম্য ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া অন্যায় করিয়াছ; কারণ তাহারা উহাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিবে; অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানীর নিবারণ মানিবে না; বেদ-বিহিত নিষেধও গ্রাহ্য করিবে না। প্রবৃত্তিসাধন কাম্য কর্ম্মের নিন্দা করিলাম বলিয়া হরিগুণবর্ণনকেও নিরর্থক জ্ঞান করিও না; কারণ কোন কোন নিপুণ ব্যক্তি নিখিল কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলেই অন্তরহিত সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ সুখময় স্বরূপ জানিতে পারেন; কিন্তু অন্যের তাহা দুঃসাধ্য। অতএব তুমি সত্বাদি গুণত্রয় দ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্ত, দেহাভিমানী জন-গণকে ভগবৎ লীলা দর্শন করাও। মনুষ্য স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হরির পাদপদ্মযুগল সেবন করিতে করিতে যদি মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলেও তাহার ধর্ম্মচ্যুতি জন্য কোন অমঙ্গল হয় না। হরিকে ভক্তি

না করিয়া কেবল স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করত কোন্ ব্যক্তিই বা উদ্দেশ্য লাভ করিয়াছে ? জীব ব্রহ্মলোক ও স্থাবরলোক ভ্রমণ করিয়াও যাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না, বিবেকী সেই বস্তু প্রাপ্তির নিমিত্তই যত্ন করেন। পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত কর্ম্মের ফল-স্বরূপ বিষয়সুখ দুঃখের ন্যায় কালবশে আপনিই উপস্থিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। মুকুন্দভক্ত ব্যক্তি কোন কারণ বশতঃ নিকৃষ্ট যোনিতে উৎপন্ন হইলেও কর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায় আর সংসারে প্রবেশ করেন না ; কারণ হরিচরণের আলিঙ্গনরস এক বার আস্বাদন করিয়া তিনি আর ভুলিতে পারেন না ; নিরন্তর সেই সুখই স্মরণ করিতে থাকেন। ঈশ্বর হইতে এই বিশ্বের ভেদ নাই, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্ব হইতে ভিন্ন ; কারণ ঈশ্বর হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস হইয়া থাকে। তুমি নিজে সে সকলই জান ; তথাপি তোমাকে অল্পমাত্র উপদেশ দিলাম। বিভো! তুমি আপনাকে জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত অবতীর্ণ জন্মরহিত হরির অংশ বলিয়া অবগত আছ ; অতএব তাঁহারই পরা-ক্রম বিশেষরূপে বর্ণন কর। বিবেকী ব্যক্তিরা পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের গুণবর্ণনকেই তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান এবং দানের নিত্য ফল বলিয়া থাকেন। ব্যাস! পূর্ব্ব-জন্মে আমি কতিপয় বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে ঋষিগণ যখন চাতুর্মাস্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সকলে একত্র বাস করিয়া-ছিলেন, সেই সময় মাতা আমাকে তাঁহাদিগের সেবায়

নিযুক্ত করিয়া দেন। আমি বাল্যসহজ লোভ, চঞ্চলতা ও ক্রীড়াশক্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞা পালন করিতাম। অধিক কথা কহিতাম না। সুতরাং পক্ষপাত-শূন্য হইলেও তাঁহারা আমাকে বিশেষ ভাল বাসিতেন এবং অন্য অপেক্ষা আমার প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

এক দিন আমি তাঁহাদিগের আজ্ঞাক্রমে ভিক্ষাপাত্রলগ্ন তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছিলাম। সেই অবধিই আমার পাপ দুরীভূত হইয়া উত্তরোত্তর চিত্তশুদ্ধি এবং তাঁহা-দিগের ধর্ম্মে অভিরুচি, হইতে লাগিল। ঋষিগণ প্রতিদিনই মনোহর হরিকথা গান করিতেন, আমি তাঁহাদিগের কৃপায় সে সমস্তই শুনিতে পাইতাম। শ্রদ্ধা সহকারে শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ আমার নারায়ণে অনুরাগ জন্মিল। অনুরাগ জন্মি-বামাত্রই আমার সর্ব্ব-বিষয়-সঞ্চারিণী বুদ্ধি উপস্থিত হইল; সুতরাং তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিলাম, আমি প্রপঞ্চাতীত সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, আপনার অবিদ্যাবশেই আপনাকে শরীরী বলিয়া বোধ করিতেছি। বর্ষা ও শরৎকালে মহাত্মা মুনিগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ত্রিসন্ধ্যা হরির নির্ম্মল যশোগান করিতেন। সেই গান শ্রবণ করিতে করিতে আমার দৃঢ়া ভক্তি জন্মিল। তাহাতেই রজঃ ও তমোগুণ বিনষ্ট হইল। আমি পাপশূন্য, ভক্তিসম্পন্ন, বিনয়ী ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ঋষিদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলাম। অনন্তর বর্ষাকাল অতীত হইলে দীন-বৎসল তাপসবৃন্দ যখন দূরদেশে গমন করিতে উদ্যত হইলেন তখন সদয় হইয়া আমাকে অতি গোপনীয় দুর্জ্ঞেয় জ্ঞান

প্রদান করিলেন। ভগবান্ স্বয়ং ঐ জ্ঞান বলিয়াছিলেন। আমি সেই জ্ঞানবলেই সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ বাসুদেবের মায়া জানিতে পারিয়াছি। ভগবদ্‌মায়া বুঝিতে পারিলেই জীব সাক্ষাৎ ভগবান্ হয়।

ব্রহ্মন্! সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরে সমর্পিত কর্ম্মই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয়ের মহৌষধ। যে দ্রব্য হইতে যে রোগের উৎপত্তি হয়, কেবল সেই দ্রব্য সেবন করিলেই তাহার উপশম হয় না; কিন্তু যদি তাহাতে উপযুক্ত ঔষধ মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উপকার দর্শে। এইরূপ যাবতীয় কাম্য কর্ম্ম সংসারপ্রাপ্তির কারণ হইলেও যদি পরমেশ্বরে অর্পিত হয়, তাহা হইলে আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে। এই সংসারে ভক্তিযোগ ও জ্ঞান, উভয়ই ভগবৎ-তুষ্টির নিমিত্ত আচরিত কর্ম্মের বশবর্ত্তী। ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিলেই তাঁহার প্রতি ভক্তি জন্মে এবং ভক্তি হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সাধুদিগের আচারও ইহার অনুবর্ত্তী; কারণ কর্ম্মের অনুষ্ঠানসময়ে সকল ব্যক্তিই বাসুদেবের গুণ ও নাম স্মরণ করিয়া থাকেন। "হে বাসুদেব! আমি প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণরূপী তোমাকে নমস্কার করিয়া মনে মনে চিন্তা করি।" এই বলিয়া যে ব্যক্তি মন্ত্রমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য-মূর্ত্তি-বিরহিত পুরুষের পূজা করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। ব্যাস! আমি ভগবানের এই উপদেশ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। হরি তাহা দর্শন করিয়াই আমাকে জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য্য এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি দান করিয়াছেন। তুমিও বিপুল যশঃশালী সর্ব্বনিয়ন্তা পরমে-

শ্বরের যশঃকীর্ত্তন; কর পণ্ডিতগণ কেবল তাহাই জানিতে ইচ্ছা করেন। অপর, বারংবার অসহ্য-দুঃখ-পীড়িত জীবগণের তদ্ভিন্ন আর নিস্তারের পথ নাই।

ব্যাস ও নারদের কথোপকথন-নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, ব্রহ্মন্! সত্যবতীনন্দন ভগবান্ ব্যাসদেব দেবর্ষি নারদের জন্ম ও কর্ম্ম এইরূপে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ব্রহ্মনন্দন! আপনার বিজ্ঞানোপদেষ্টা ভিক্ষুক তপস্বী সকল দূর দেশে প্রস্থান করিলে পর, আপনি বাল্যাবস্থায় কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন? উত্তরোত্তর কি রূপেই বা কালযাপন করিয়াছিলেন? সময় উপস্থিত হইলে কি প্রকারেই বা শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন? কালে সকলই লয় পায়; কিন্তু আপনি কি রূপে পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিতেছেন? কল্পান্তকাল কি কারণে আপনার স্মৃতিশক্তি ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় নাই?

নারদ বলিলেন, আমার বিজ্ঞানোপদেষ্টা ভিক্ষুক ঋষি সকল বর্ষাপগমে দূর দেশে গমন করিলে পর, আমি বাল্যাবস্থায় যাহা করিয়াছিলাম, বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি আমার মাতার একমাত্র পুত্র ছিলাম। জননী একে স্ত্রী জাতি নিবন্ধন

স্বভাবতঃই অক্ষম ও মন্দবুদ্ধি, তাহাতে আবার অন্যের দাসী ছিলেন। তিনি ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই, দেখিয়া আমাকে অত্যন্ত স্নেহও করিতেন। সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিতেন, আমার মঙ্গল হয়; কিন্তু নিজের শক্তি ছিল না বলিয়া কিছুই করিতে পারিতেন না। কুহকের নিদেশবর্ত্তিনী কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকার ন্যায় পরবশ ব্যক্তির কোন ক্ষমতাই থাকে না। আমার বয়ঃক্রম তখন পঞ্চবর্ষমাত্র; দিক্‌, দেশ, কাল, কিছুই জানিতাম না; সুতরাং সেই ব্রাহ্মণকুলেই বাস করিতাম। কিন্তু নিরন্তর চিন্তা করিতাম, কত দিনে জননীর স্নেহ হইতে পরিত্রাণ পাইব।

এই রূপে কিছু কাল গত হইলে, এক দিন মাতা গোদোহন করিবার নিমিত্ত রাত্রিযোগে গৃহের বহির্দেশে গমন করিয়া দৈবক্রমে পথিমধ্যে এক সর্পের গাত্রে পদক্ষেপ করিলেন। পদ কেবল তাহার গাত্রে সংলগ্নমাত্র হইয়াছিল; তাহাতে বিশেষ আঘাত হয় নাই; কিন্তু কাল স্বয়ং প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া সর্প তৎক্ষণাৎ সেই দুঃখিনীকে দংশন করিল। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে ইহ লোক হইতে লইয়া গেল। আমি তাহাতে অণুমাত্রও দুঃখিত হইলাম না; প্রত্যুত ভাবিলাম, ভক্তের শুভাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ এই ছলে আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলেন।

ব্যাস! মাতা এই রূপে পরলোক প্রাপ্ত হইলে পর, আমি বিপ্রভবন পরিত্যাগ করিয়া উত্তর মুখে যাত্রা করিলাম। যাইতে যাইতে কত কত সমৃদ্ধ জনপদ, নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ,

স্বর্ণ ও রজতাদির আকর, কৃষকনিবাস এবং গিরির তটস্থিত গ্রাম সকল অতিক্রম করিলাম। কোন স্থানে দেখিলাম, বিবিধ-বর্ণ-ধাতু-রাগে রঞ্জিত হইয়া পর্ব্বত সকল মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। শিখরদেশে গজভগ্ন খর্ব্বশাখ শাখী সকল বায়ুবলে আন্দোলিত হইতেছে। কোথাও বা স্বচ্ছতোয়া সরসী প্রসন্নভাবে হাস্য করিতেছে। তাহার সলিলে দেবতা সকল ক্রীড়া করিতেছেন। তীরে বিহঙ্গকুল নানাবিধ শব্দ করিতেছে এবং ভ্রমরগণ উড়িয়া বেড়াইতেছে। আমি সেই সমস্তই অতিক্রম করিয়া এক অতি বিস্তীর্ণ ভীষণ অটবী নিরীক্ষণ করিলাম। দেখিলাম, তাহার চতুর্দিকে নল, বেণু. বংশ ও শরস্তম্ব এরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে যে, ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ নাই; ভয়ানক সর্প ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ সর্ব্বত্রই ক্রীড়া করিতেছে। যাহা হউক্, অবশেষে অতি কষ্টে আমি সেই কাননমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলাম। ভ্রমণজন্য আমার ইন্দ্রিয় সকল ও শরীর অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিল; ক্ষুধা এবং তৃষ্টায় একান্ত কাতরও ছিলাম; সুতরাং প্রথমতঃ নদীতে স্নান ও জলপান করিয়া শ্রান্তি দূর করত পশ্চাৎ এক অশ্বত্থের মূলে উপবিষ্ট হইলাম। ঋষিদিগের নিকট শুনিয়াছিলাম, পরমাত্মা হৃদয়ে বাস করেন; এক্ষণে দেখিলাম, চতুর্দিক্ নিস্তব্ধ; কোথাও এক জন মনুষ্য নাই; সুতরাং সময় পাইয়া তাঁহাকেই বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভক্তি-বিহ্বল-চিত্তে ভগবানের চরণকমল চিন্তা করিতে করিতেই ঔৎসুক্যজন্য অশ্রুবারিতে আমার নয়নযুগল পরিপূর্ণ হইল।

ইত্যবসরে ধীরে ধীরে আসিয়া হরি আমার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেন। তখন প্রেমের দুর্বিসহ ভর হেতু আমার অঙ্গে লোমাঞ্চ হইল; আমি অনির্বচনীয় সুখ ও পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া আপনাকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করিতে সমর্থ হইলাম না। কিন্তু সেই একান্ত বাঞ্ছিত সর্ব্ব-তাপাপহারি ভগবৎরূপ নিমেষ পরেই তিরোহিত হইল; তজ্জন্য চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ আমি উৎকণ্ঠিতের ন্যায় সহসা গাত্রোত্থান করিলাম এবং মনঃসংযোগ করিয়া পুনর্বার সেই মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলাম, কিন্তু, দৃষ্টি থাকিলেও, পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন বাক্যাতীত ভগবান্ অতি গম্ভীর স্নিগ্ধ বাক্যে আমাকে যেন সান্ত্বনা করিয়াই কহিতে লাগিলেন, অনঘ! তুমি ইহ জন্মে আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। যে অসিদ্ধ যোগীদিগের কামাদি অদ্যাবধি দগ্ধ হয় নাই, তাঁহারা আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন না। তবে আমাতে তোমার সাতিশয় অনুরাগ আছে বলিয়া তোমাকে একবারমাত্র দর্শন দিলাম। আমাতে অনুরক্ত সাধু সকল ক্রমে ক্রমে সকল কামই পরিত্যাগ করে। দীর্ঘ কাল সাধুদিগের সেবা করিয়া তোমার বুদ্ধি আমাতেই বদ্ধমূল হইয়াছে, অতএব এই নিন্দনীয় লোক পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমার পার্শ্বচর হইবে। বুদ্ধি এক বার আমাতে বদ্ধ হইলে আর ভ্রষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করেন, সৃষ্টিনাশ হইলেও, আমার অনুগ্রহে তাঁহার স্মৃতিশক্তি নাশ পায় না।

আকাশমূর্ত্তি অলক্ষ্যস্বরূপ সেই বেদ-প্রসিদ্ধ মহাভূত এই বলিয়াই বিরত হইলেন। আমি অনুগৃহীত হইয়া মস্তক অবনত করত নমস্কার করিলাম। মুনে! সেই অবধি লজ্জাশূন্য হইয়া সেই অনন্ত পুরুষের দুর্বোধ নাম গান এবং চরিত্র স্মরণ, করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। সততই সন্তুষ্ট থাকিতাম। কিছুতে স্পৃহা করিতাম না। গর্ব্ব এক বারে পরিত্যগ করিয়াছিলাম। পরস্ত্রী দেখিয়া কাতর হইতাম না। নিরন্তর মৃত্যুকালেরই প্রতীক্ষা করিতাম।

ব্রহ্মন্! এই রূপে নির্লিপ্ত ও বিশুদ্ধচিত হইয়া কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে আমার মৃত্যুকাল তড়িন্মালার ন্যায় সহসা আবির্ভূত হইল। তখন আমি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে ভগবানের পার্শ্বচরযোগ্য দেহ প্রাপ্ত হইলে পর, এই ভৌতিক শরীর আরব্ধ কর্ম্মের নিবৃত্তির ন্যায় পতিত হইল। অনন্তর কল্পের অন্তসময়ে হরি যখন এই বিশ্ব সংহার করিয়া সমুদ্রগর্ভে শয়ন করিলেন, আমি নিশ্বাসের সহিত তখন তাঁহার দেহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। অবশেষে সহস্র যুগ অতীত হইলে, ভগবান্ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া নিদ্রা হইতে উত্থান করিলেন। সেই কালে মরীচি প্রভৃতি ঋষিদিগের সহিত আমি তাঁহার ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলাম। সেই অবধি আমি চির কালই ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করি; এবং মহাবিষ্ণুর অনুগ্রহে ত্রিলোকের অন্তর ও বাহ্য সর্ব্ব স্থানেই ভ্রমণ করিয়া থাকি। আমার কোন স্থানেই যাইতে বাধা নাই। স্বররূপ ব্রহ্মে বিভূষিত এই দেবদত্ত বীণায় আলাপ করত হরিগুণ গান করিয়া

আমি সর্ব্বত্রই বিচরণ করি। হরি সেই গান শ্রবণ করিয়া যেন আহূতের ন্যায় আসিয়া আমার চিত্তে আবির্ভূত হন।

ব্যাস! বিষয়ভোগেচ্ছায় পুনঃ পুনঃ পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে হরির চরিত্রবর্ণনই ভবসিন্ধুপারের নৌকাস্বরূপ। কামলোভাদিতে আসক্ত ব্যক্তি যোগপথ অবলম্বন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে না; কিন্তু মুকুন্দের সেবা করিলেই আত্মা প্রসন্ন হয়। অনঘ! তুমি আমার অতিগূঢ় জন্মকর্ম্মবিষয়ে যে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তোমার আত্মতুষ্টির নিমিত্ত সে সমুদায় এই বর্ণন করিলাম।

সূত বলিলেন, ভগবান্ নারদ ঋষি সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেবকে পূর্ব্বোক্ত বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া বীণা বাদন করিতে করিতে যথা ইচ্ছা গমন করিলেন। অহো! এই দেবর্ষিই ধন্য; মুনি বীণা দ্বারা শার্ঙ্গপাণি নারায়ণের গুণগান করত আনন্দিত হইয়া মোহপীড়িত ত্রিলোককে প্রফুল্লিত করিতেছেন!

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সূত! নারদ প্রস্থান করিলে পর, ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার অভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত কি করিয়াছিলেন?

সূত বলিলেন, ব্রহ্মনদী সরস্বতীর তীরে শম্যাপ্রাস নামে

বেদব্যাসের এক বদরীবৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ আশ্রম ছিল। ঋষি এক দিন সেই আশ্রমে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করত প্রথমতঃ মনঃস্থির করিলেন। অনন্তর ভক্তিযোগ হেতু নির্মল হইয়া মন নিশ্চল হইলে পর তিনি সর্ব্বাগ্রে পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরাধীনা মায়াও তাঁহার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। যে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জীব স্বয়ং গুণাতীত হইলেও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া বোধ করে, এবং গুণকৃত কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানে অভিমানী হয়, মুনি তাহাও দেখিতে পাইলেন। অপর, শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে যে, সকল অনর্থই দূরীভূত হয়, তাহাও তাঁহার প্রতীত হইল। তখন তিনি অজ্ঞ মানবদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত এই ভাগবত-সংহিতা রচনা করিলেন। ভাগবত শ্রবণ করিলে মনুষ্যের পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি জন্মে। তাহা হইলেই, সমুদায় শোক ও মোহ বিনষ্ট হয়।

মুনিগণ! ব্যাসদেব ভাগবত রচনা করত শোধন করিয়া প্রথমতঃ বিষয়াভিলাষশূন্য আপনার পুত্র শুকদেবকে পাঠ করাইলেন।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সূত! শুকদেবের বিষয়বাসনা ছিল না, সুতরাং তিনি সকল বিষয়ই অগ্রাহ্য করিতেন এবং নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তনরূপ পরমানন্দেই বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। তথাপি তিনি কি কারণে অতি বিস্তীর্ণ ভাগবত-সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন?

সূত উত্তর করিলেন, ঈশ্বরচিন্তনজন্য সুখে নিমগ্ন, বন্ধন-

মুক্ত মুনিগণ, কোন ফল প্রার্থনা না থাকিলেও, কেবল গুণে মোহিত হইয়াই হরিকে ভজনা করেন। তাঁহার গুণের মহিমাই এইরূপ। বেদব্যাসনন্দন শুকদেব কেবল সেই গুণে আকৃষ্ট হইয়াই অতি বিস্তীর্ণ ভাগবত-সংহিতা পাঠ করিয়াছিলেন। তাপসবৃন্দ! এক্ষণে কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গক্রমে আপনাদিগের নিকট রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত, কর্ম্ম ও মৃত্যু এবং পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থান বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধে উভয়পক্ষীয় বীরগণ স্বর্গারোহণ করিলে পর ভীমসেন গদাপ্রহারে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিলেন। তখন অশ্বত্থামা প্রভুর প্রিয়সাধন করিতে বাসনা করিয়া নিশিযোগে পাণ্ডুপুত্রদিগের শিবিরে প্রবেশ করত দ্রৌপদীর নিদ্রাভিভূত পঞ্চ শিশু সন্তানের শিরশ্ছেদন করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট আনয়ন করিলেন। কৃষ্ণা পুত্রের নিধনজন্য শোকে কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহার নেত্রযুগল আকুল হইয়া উঠিল। তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, ভদ্রে! আমি গাণ্ডীবমুক্ত শর দ্বারা সেই আততায়ী নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামার মস্তক ছেদন করিয়া শীঘ্রই আনিয়া দিব; তুমি তাহার উপর আরোহণ করত স্নান করিয়া পুত্রশোক ক্ষালন করিবে।

কপিধ্বজ কৃষ্ণসারথি ধনঞ্জয় প্রিয়াকে এইরূপ মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কবচপরিধান এবং ধনুর্গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রথে আরোহণ করিয়া গুরুপুত্র অশ্বত্থামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

ধাবিত হইলেন। শিশুঘাতী অশ্বত্থামা দূর হইতে অর্জ্জুনকে আসিতে দেখিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, এবং প্রাণরক্ষার নিমিত্ত চঞ্চল হইয়া, মহাদেবের ভয়ে সূর্য্যের ন্যায়, যত দূর সাধ্য পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই দেখিতে পাইলেন, কেহই তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা নাই; রথবাহী অশ্বগণও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং অন্য উপায় না দেখিয়া ব্রহ্মাকেই ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্থির করিলেন। দ্রোণপুত্র ব্রহ্মা-স্ত্রের সংহার জানিতেন না; তথাপি প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া তাহাই পরিত্যাগ করিলেন। ভয়ানক ব্রহ্মাস্ত্র প্রক্ষিপ্তমাত্রই আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া অসহ্য তেজো দ্বারা দশ দিক্ ব্যাপ্ত করিল। তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন প্রাণনাশের আশঙ্কা করিলেন, এবং ব্যাকুল চিত্তে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে ভক্তের ভয়ভঞ্জন! সংশয়রূপ ভীষণ অগ্নি দ্বারা দগ্ধপ্রায় মনুষ্যদিগকে তুমিই উদ্ধার কর। তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তুমি প্রকৃতির আগোচর পরম পুরুষ এবং তুমিই এই বিশ্বের বিকার-রহিত আদি কারণ। জ্ঞানশক্তি দ্বারা মায়াকে নিরাস করিয়া তুমি আপনাতেই অবস্থিতি করিতেছ। মায়াবশে মুগ্ধচিত্ত মনুষ্যদিগকে তুমি আপনার প্রভাবেই মুক্ত কর। তুমি কেবল পৃথিবীর ভার হরণ করি-বার নিমিত্তই কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হও নাই; ইহাতে সাধুদিগের প্রতি তোমার পক্ষপাতও প্রকাশ পাইতেছে; কারণ বন্ধুবর্গ ও ভক্তগণ তোমার এই অবতার চিন্তা করিয়া চরিতার্থ হইতে পারিবে। দেবদেব! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এ কি? দশ দিক্

ব্যাপ্ত করিয়া এই ভয়ঙ্কর তেজোরাশি কোথা হইতে আসি-তেছে?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সখে! দ্রোণপুত্র প্রাণভয়ে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি নিজে ইহার সংহার জানেন না। অন্য কোন অস্ত্রই ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করিতে পারে না। অতএব হে সর্ব্বজ্ঞ! তুমি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারাই ইহাকে নিরস্ত কর।

সূত বলিলেন, শত্রুঘাতী ধনঞ্জয় কৃষ্ণের এই বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত আচমনপূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। দেখিতে দেখিতেই দুই অস্ত্র একত্রিত হইয়া উভয়ের পরিবর্দ্ধিত তোজো দ্বারা দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করিল; বোধ হইল, যেন প্রলয়কালে সূর্য্য ও অগ্নি পরস্পর মিলিত হইয়া নভোমণ্ডলে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অর্জ্জুন এবং অশ্বত্থামার অস্ত্রাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া লোক সকল প্রলয়কাল উপস্থিত ভাবিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইল। তখন সব্যশাচী সৃষ্টিনাশ আশঙ্কা করিয়া বাসুদেবের আজ্ঞাক্রমে উভয় অস্ত্রই সংহার করিলেন, এবং সেই নিষ্ঠুরকর্ম্মা গৌতমীনন্দন অশ্বত্থামাকে যজ্ঞপশুর ন্যায় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া আপনার শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তাহা দেখিয়া কমললোচন বসুদেবতনয় তাঁহাকে কোপভরে বলিতে লাগিলেন, পার্থ! এই নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করা উচিত হয় না। মূঢ় নিশিযোগে নিদ্রাভিভূত নিরপরাধী বালকদিগকে বিনাশ করিয়াছে। কথিত আছে, যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক হয়, সে

কখন মদ্যাদি সেবন দ্বারা মত্ত, বাতাদি রোগ হেতু উন্মত্ত, অসাবধানী, নিরুদ্যোগী, শরণাগত বা রথহীন শত্রুকে সংহার করে না। লজ্জাহীন খল ব্যক্তি যদি অন্যের প্রাণ দ্বারা আপনার প্রাণ পোষণ করে, তাহা হইলে দণ্ডই তাহার যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত। বিধানানুসারে দণ্ড না হইলে পাপী নিরয়-গামী হয়। অপর, তুমি আমার সমক্ষেই পাঞ্চালীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, "হে শুভে! যে তোমার পুত্র বিনাশ করিয়াছে, আমি তাহার মস্তক আনিয়া দিব।" অতএব এই আততায়ী পুত্রঘাতীকে সংহার কর। বীর! কুলাঙ্গার ইহাতে কেবল আমাদিগের মন্দ করে নাই, ইহার প্রভু দুর্য্যোধনেরও মহান্ অনিষ্ট করিয়াছে।

কৃষ্ণ ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া উক্ত প্রকারে প্রবৃত্তি দিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন, পুত্রঘাতী হইলেও, অশ্বত্থামাকে বিনাশ করিলেন না। তাঁহাকে লইয়া আপনার শিবিরে প্রত্যাগমন করত পুত্র-শোক-সন্তপ্তা নিজ প্রেয়সীকে সমর্পণ করিলেন।

শোভনশীলা দ্রৌপদী গুরুপুত্রকে সেইরূপ পশুর ন্যায় রজ্জুবদ্ধ, নিজ কার্য্য জন্য লজ্জায় অবনত এবং অপমান-পূর্ব্বক আনীত দেখিয়া সদয় হৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার রজ্জুবন্ধন সহ্য করিতে না পারিয়া ভর্ত্তাকে কহিলেন, নাথ! এই ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করুন। ইনি আমাদি-গের পরম গুরু। তুমি যাঁহার নিকট গূঢ়মন্ত্র, এবং বাণত্যাগ ও বাণসংহারের কৌশলের সহিত ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া

ছিলে, সেই ভগবান্ দ্রোণ এই পুত্র রূপে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার শরীরার্দ্ধ ধর্ম্মপত্নী কৃপীও অদ্যাপি জীবিত আছেন; সাধ্বী বীর পুত্র প্রসব করিয়াছেন বলিয়া স্বামীর সহগমন আবশ্যক বোধ করেন নাই। মহাভাগ! গুরুকুলের অপকার করা আপনাদিগের উচিত হয় না; প্রত্যুত তাহার পূজা ও বন্দনা করাই কর্ত্তব্য। নাথ! গৌতমনন্দিনী এই অশ্বত্থামার জননী যেন পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া আমার ন্যায় অশ্রুত্যাগ না করেন। যদি কোন ক্ষত্রিয় ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণকুলের অপমান করেন, তাহা হইলে, তিনি সপরিবারে নিরন্তর শোকে দগ্ধ হইতে থাকেন।

সূত বলিলেন, বিপ্রবর্গ! ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ভগবান্ বাসুদেব, সাত্যকি, অর্জ্জুন ও অপরাপর যে কেহ তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলেই রাজ্ঞীর সেই ধর্ম্মানুযায়ী, ন্যায়সঙ্গত, সদয়, সত্য, পক্ষপাতশূন্য ও মহৎ বাক্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন; কিন্তু ভীম ক্রোধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, বধ করিলেই ইহার যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হয়। দুরাত্মা নিদ্রাভিভূত শিশুদিগকে অনর্থক বিনাশ করিয়াছে; তাহাতে প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই; এবং আপনারও কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। ভীম এই রূপে অশ্বত্থামাকে বধ এবং দ্রৌপদী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে উদ্যত হইলে পর বাসুদেব চতুর্ভুজ ধারণ করিয়া উভয়কে নিবারণ করত অর্জ্জুনের দিকে চাহিয়া হাস্যমুখে বলিতে আরম্ভ করিলেন, সখে! ব্রাহ্মণ অবধ্য; কিন্তু আততায়ী বধ্য। আমি

ধর্ম্মশাস্ত্রে এই দুইপ্রকার ব্যবস্থাই করিয়াছি। তুমি এই দুই আজ্ঞাই পালন কর। প্রিয়াকে সান্ত্বনা করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা সম্পাদন কর, অথচ ভীমসেনের, আমার ও পাঞ্চালীর বাক্য রক্ষা কর।

সূত বলিলেন, বধ ও প্রাণ রক্ষা উভয়ই কোন রূপে এক ব্যক্তিতে সম্ভব হইতে পারে না, ভাবিয়া অর্জ্জুন কৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন এবং তদনুসারে খড়্গ দ্বারা কেশের সহিত অশ্বত্থামার মস্তক জাত মণি ছেদ করিয়া গ্রহণ করিলেন। দ্রোণতনয় একেই বালকহত্যা করিয়া লজ্জায় বিষণ্ণ ছিলেন, তাহাতে আবার মণিহীন হইয়া নিস্তেজ ও প্রভাশূন্য হইলেন। ধনঞ্জয় এই রূপে নিগ্রহ করিয়া অবশেষে তাঁহাকে শিবির হইতে দূর করিয়া দিলেন। এই কার্য্য দ্বারাই কৃষ্ণের সমুদায় বাক্য রক্ষা করা হইল; কারণ শিরোমুণ্ডন, ধন অপহরণ এবং দেশ হইতে নির্বাসন করিয়াই ব্রাহ্মণদিগকে দণ্ড করিতে হয়; তদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের শারীরিক দণ্ড নাই।

অনন্তর পাণ্ডুপুত্রেরা শোকে আকুল হইয়া দ্রৌপদীর সহিত মৃত পুত্রদিগের দাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

অশ্বত্থামার দণ্ডবিধান-নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, অনন্তর পাণ্ডুপুত্রেরা স্বর্গত পুত্রদিগকে জল দান করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মহিলাদিগকে অগ্রে করিয়া কৃষ্ণের সহিত গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সকলে স্নান করত রোদন করিতে করিতে উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া হরিপাদপদ্ম-সম্ভূতা ত্রিলোকপাবনী জাহ্নবীর সলিলে পুনর্বার অবগাহন করিলেন। তখন মাধব আসনোপবিষ্ট ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর এবং পুত্রশোকার্ত্ত গান্ধারী, কুন্তী ও দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, আপনারা সকলেই শোক পরিত্যাগ করুন; নিরর্থক বিলাপ করিবেন না; সময় উপস্থিত হইলে প্রাণী অবশ্যই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে; কেহই তাহার নিবারণ করিতে পারিবে না।

বিপ্রবর্গ! দেবকীনন্দন, দৌপদীর কেশাকর্ষণজন্য ক্ষীণ-পরমায়ু দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের অপহৃত রাজ্য উদ্ধার করত তাঁহাকে তিন বার যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ করাইয়া যখন দেখিলেন পুরন্দরের ন্যায় তাঁহার কীর্ত্তি দিকে দিকে ধাবিত হইয়াছে, তখন পাণ্ডুপুত্রদিগকে সম্ভাষণ করিয়া সাত্যকি এবং উদ্ধবের সহিত দ্বারকায় গমন করিতে উদ্যত হইলেন। কৃষ্ণ প্রস্থান করিবেন শুনিয়া দ্বৈপায়ন প্রভৃতি মুনি সকল তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। সদাচার অনুসারে তিনিও তাঁহাদিগের প্রতি পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ইত্যবসরে দেখিলেন, পুত্রবধূ উত্তরা ভয়ে বিহ্বল হইয়া বেগে আগমন করিতেছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, হে মহা-যোগিন্ দেবদেব শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর; তুমি ভিন্ন সংসারে ভয়হীন ব্যক্তি আর কাহাকেও দেখিতে পাই না; কারণ মনুষ্যমাত্রেরই মৃত্যু আছে। প্রভো! সুতপ্ত লৌহদণ্ডের ন্যায় এক শর আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। আমি প্রাণত্যাগ করি, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু নাথ! আমার গর্ভস্থ বালকের কোন অনিষ্ট না ঘটে।

সূত বলিলেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার বাক্য শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, অশ্বত্থামা পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন। মুনিবর! ইতিমধ্যে পাণ্ডবেরা প্রদীপ্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্রকে নানা মুখে আপনাদিগের দিকে আসিতে দেখিয়া সকলেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র অন্য অস্ত্র দ্বারা নিবারিত হইবার নহে; সুতরাং বাসুদেব বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া আপন অস্ত্র সুদর্শন দ্বারা উহাকে সংহার করত আশ্রিত পাণ্ডুপুত্রদিগকে রক্ষা করিলেন। অন্তর্যামী যোগেশ্বর সকলেরই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন, অতএব বিরাটনন্দিনী উত্তরার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া কুরুবংশের পরম্পরা রক্ষার নিমিত্ত নিজ মায়া দ্বারা গর্ভ আচ্ছাদন করিলেন। হে ভৃগুকুলতিলক! যদ্যপি অগ্রভাগে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা অধিষ্ঠান করিতেছেন বলিয়া ব্রহ্মাস্ত্র অব্যর্থ ও অপ্রতিবিধেয়; তথাপি বিষ্ণুতেজের সহিত মিলিত হইয়া নিরস্ত হইল। এ কথা আশ্চর্য্য ভাবিয়া অবজ্ঞা করিও

না; যে গোবিন্দ মায়াদেবীর সংসর্গে এই বিশ্ব সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করিতেছেন, তাঁহার সকল কার্য্যই আশ্চর্য্য।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাণ্ডুপুত্রদিগকে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিয়া দেবকীনন্দন দ্বারকায় গমন করিতে উদ্যত হইলেন; তখন কুন্তী পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত একত্রিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, কৃষ্ণ! বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সাধারণ মনুষ্য নও। তুমি প্রকৃতির অগোচর আদি পুরুষ। প্রকৃতি তোমারই বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করিতেছে। তুমি সকল ভূতেরই অভ্যন্তর ও বহির্দেশে পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছ; তথাপি কেহই তোমাকে দেখিতে পায় না; কারণ মায়ারূপিণী জবনিকা তোমায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কি প্রকারে তোমাকে ভক্তি করিতে হয়, তাহা আমি জ্ঞাত নহি; অতএব কেবল তোমাকে নমস্কার করি। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান তোমার নিকট তুচ্ছ পদার্থ। তোমার নিশ্চয় নাই। কোন ব্যক্তির দৃষ্টিদোষ জন্মিলে সে যেমন অভিনয়ে নটকে চিনিতে পারে না, সেইরূপ জীব দেহ অভিমানে অভিমানী হইয়া তোমার নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানপর শুদ্ধচিত্ত বিবেকী ব্যক্তিরাও তোমাকে দেখিতে পান না; সুতরাং আমরা স্ত্রীজাতি হইয়া কি রূপে তোমায় জানিতে পারিব? জানিতে না পারিলে কি প্রকারেই বা ভক্তি করিব? অতএব হে কৃষ্ণ! হে বাসুদেব! হে দেবকীনন্দন! হে নন্দসুত! হে গোবিন্দ! হে পদ্মনাভ! হে পঙ্কজমালিন্! হে সরোজনয়ন! তোমার কমলচিহ্নিত চরণযুগলে কেবল নমস্কার

স্মরি। হৃষীকেশ! তুমি শোকসন্তপ্তা দেবকীকে কেবল নিষ্ঠুর কংসরাজের দীর্ঘকালব্যাপী বন্ধনযন্ত্রণা হইতেই মুক্ত করিয়াছিলে; কিন্তু পঞ্চ পুত্রের সহিত আমাকে নানা বিপদ্ হইতে বারংবার উদ্ধার করিয়াছ; অতএব তুমি জননী অপেক্ষা আমাকে অধিক ভাল বাস। কৃষ্ণ! আমার পুত্রেরা বিষপ্রয়োগ, জতুগৃহদাহ, হিড়ম্বপ্রভৃতি রাক্ষসের হস্ত, পাশক্রীড়া, বনবাস এবং যুদ্ধস্থলে মহারথীদিগের অস্ত্রভয়রূপ বিপদ্সমূহে তোমা হইতেই নিষ্কৃতি পাইয়াছে। সম্প্রতি তুমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্রাগ্নি হইতেও আমাদিগকে রক্ষা করিলে। জগদ্গুরো! প্রার্থনা করি, যেন আমাদিগের নিয়তই বিপদ্ ঘটে; কারণ তাহা হইলেই তোমার দর্শন পাইব। তোমার দর্শন পাইলে আর সংসার দর্শন করিতে হইবে না। নাথ! সম্পদে মঙ্গল নাই; কারণ কৌলীন্য, ঐশ্বর্য্য, শাস্ত্র ও সৌভাগ্য-মদে মত্ত হইয়া মনুষ্য তোমার নামোচ্চারণ করিতেও সমর্থ হয় না। যাহার কিছুই নাই, তুমি তাহাকেই দর্শন দেও। অতএব হে নির্ধনের ধন! হে মুক্তিপ্রদ! তোমাকে নমস্কার করি। গুণধর্ম্ম ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি কোন বিষয়েই তোমার অভিলাষ নাই। তুমি আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট। রোগাদি-বিরহিত হইয়া তুমি নিরন্তর শান্তি সম্ভোগ করিতেছ। তোমাকে সামান্য দেবকীর পুত্র বলিয়া আমার জ্ঞান নাই। আমি তোমাকে সর্ব্বনিয়ন্তা আদি ও অন্তরহিত কাল বলিয়া জানি। তুমি সকলেরই প্রভু; সুতরাং সকলকেই সমান ভাবিয়া থাক। অর্জ্জুনের সারথি হইয়া পাণ্ডবদিগের

পক্ষপাতী হইয়াছিলে বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়; কিন্তু সে ভ্রমমাত্র; মনুষ্য সকল তোমাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া আপনারাই পরস্পরে কলহ করে। তোমার কাহারও প্রতি শত্রুতাভাব নাই। তুমি যে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগের অনুকরণ কর, কোন ব্যক্তিই তাহা জানিতে পারে না। তোমার কেহ প্রিয়ও নাই, অপ্রিয়ও নাই; অতএব তুমি মানবদিগের প্রতি দুই ভাব প্রকাশ কর বলিয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। বিশ্বাত্মন্! তোমার জন্ম নাই; কর্ম্ম নাই; তথাপি তুমি কখন পশু, কখন পক্ষী, কখন নর, কখন ঋষি, কখন বা মৎস্যাদির অনুকরণ করিতেছ; ইহা সাতিশয় আশ্চর্য্যজনক। কৃষ্ণ! মনুষ্যের কি অবিকল অনুকরণই করিয়াছ! তোমাকে দেখিলে ভয়েরও ভয় হয়; কিন্তু তুমি দধিভাণ্ড ভঙ্গ করিলে পর গোপকামিনী যশোদা তোমাকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত যখন রজ্জু গ্রহণ করিয়াছিল, তখন তুমি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ অধোবদন হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলে; মনোহর অঞ্জন ধৌত করিয়া নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছিল! মাধব! তোমার সেই অত্যাশ্চর্য্য অবস্থা স্মরণ করিলেই আমার বুদ্ধিভ্রম জন্মে; ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না। জগৎ তোমার মায়ায় মুগ্ধ; অতএব বুঝিতে না পারিয়া অনেকে তোমার অবতারের উদ্দেশ্য অনেকপ্রকার উল্লেখ করেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যেমন মলয়পর্ব্বতের খ্যাতি বিস্তারের নিমিত্ত চন্দনতরু উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যুধিষ্ঠিরের

পবিত্রকীর্ত্তি বিস্তীর্ণ করিবার জন্য তুমি প্রিয়তম যদুবংশে আবির্ভূত হইয়াছ। অন্যের নিকট শুনিতে পাই, পূর্ব্বে সুতপঃ ও পৃশ্নিরূপে বসুদেব এবং দেবকী তাঁহাদিগের পুত্র হইবার নিমিত্ত তোমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; সেই হেতু তুমি এই পৃথিবীর মঙ্গল সাধন ও দৈত্যদিগকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইয়া কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কেহ বা বলেন, সাগরসলিলে তরণীর ন্যায় পৃথিবীকে অতিভারে মগ্নপ্রায় দেখিয়া ব্রহ্মা ভারহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইতে তোমাকে অনুরোধ করেন। আর আর ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, জীব অবিদ্যাবশে বিষয়াভিলাষী হইয়া কাম্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত সংসারে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে; তুমি সেই যন্ত্রণা দূর করিবার নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ কার্য্য করিতেছ; মনুষ্য তোমার সেই চরিত্র শ্রবণ ও স্মরণ করিয়া মুক্ত হইবে। যে সকল ব্যক্তি তোমার চরিত্র শ্রবণ করেন, গান করেন, নিরন্তর উচ্চারণ করেন, চিন্তা করেন, অথবা অন্যের নিকট শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, তাঁহারা অবিলম্বেই তোমার পাদপদ্ম লাভ করিয়া গতাগতি হইতে মুক্ত হন।

যাদব! আত্মীয়ের কার্য্যসিদ্ধি করিলাম ভাবিয়া এক্ষণে আমাদিগকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না। আমরা তোমার আত্মীয় এবং অনুজীবী; বিশেষতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যাবতীয় রাজার মনোদুঃখ উৎপাদন করিয়াছি বলিয়া এক্ষণে তোমার পাদপদ্ম ভিন্ন আমাদিগের আর অন্য গতি

নাই। যদুবংশীয়েরা ও আমার পুত্রগণ বীর এবং সমর্থ বলিয়া ত্রিলোকে খ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত জীবিতও আছে; কিন্তু তোমাকে না দেখিলে তাহাদিগের শক্তি, বল ও সাহস সমুদায়ই তিরোহিত হয়; তখন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সকলেই তাহাদিগকে অবজ্ঞা করে; নাথ! মনুষ্যের ইন্দ্রিয়সমুহে জীবনের সঞ্চার না হইলে তাহাতে মনুষ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না; সুতরাং তাহার নামকরণও হইতে পারে না। গদাধর! আমাদিগের দেশ তোমার ধ্বজ, বজ্র এবং অঙ্কুশাদি দ্বারা অঙ্কিত চরণের চিহ্ন ধারণ করিয়া এক্ষণে সুশোভিত হইতেছে; অতএব তুমি প্রস্থান করিলেই একবারে শ্রীভ্রষ্ট হইবে। তোমার অধিষ্ঠান হেতুই নগর সকল এতাদৃশ সমৃদ্ধিশালী হইতেছে; ওষধি ও লতা সমূহ কালে সুপক্ক ফল প্রসব করিতেছে, এবং বন, পর্ব্বত ও নীরনিধির মহতী বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু এ স্থানে চিরকাল অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত তোমাকে একান্ত অনুরোধও করিতে পারি না; কারণ যদুবংশীয়েরা আমার আত্মীয়। তাহারা তোমার অদর্শন জন্য মনঃপীড়া সহ্য করিবে, তাহাও আমার প্রার্থনীয় নহে। প্রস্থান করিলেও আমার পুত্রেরা দুঃখে নিমগ্ন হইবে। অতএব কৃষ্ণ! তুমি আমাকে এই উভয় সঙ্কট হইতে উদ্ধার কর; যদুবংশীয় এবং পাণ্ডুপুত্রদিগের প্রতি আমার যে স্নেহ আছে, তুমি তাহা খণ্ডন কর; তাহা হইলেই আমার চিত্ত কেবল তোমাতেই নিযুক্ত থাকিবে এবং অভিরুচি, সাগরের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায়, তোমার

প্রতিই ধাবিত হইবে। হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জ্জুনসারথে! হে যোগেশ! হে জগদ্গুরো! হে ভগবন্! তোমাকে পুনবার নমস্কার করি। যদুবংশীয়দিগের মধ্যে তুমি সর্ব্বপ্রধান। যে সকল ক্ষত্রিয়েরা পৃথিবীর অনিষ্ট করে, তুমি তাহাদিগের সকলকেই সংহার কর; কিন্তু তোমার প্রভাব কিছুতেই ক্ষয় পায় না। তুমি কামধেনুর ঐশ্বর্য্য অধিকার করিয়াছ। ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদিগের দুঃখ মোচন করিবার নিমিত্তই তুমি অবতার গ্রহণ কর।

সূত বলিলেন, কুন্তী এইরূপ মধুর বাক্যে ভগবানের নিখিল মহিমার স্তব করিলে পর, তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন; সেই মায়াতেই সকলে মোহিত হইল। অনন্তর যাদবনন্দন কুন্তীকে অভিলষিতসিদ্ধিরূপ বর প্রদান করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় কুন্তী ও উত্তরা প্রভৃতি অপরাপর মহিলাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া অবশেষে দ্বারকা গমনে উদ্যত হইলেন। কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির সাতিশয় স্নেহ বশতঃ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন।

বিপ্রবর্গ! ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রধান ভক্ত। ভগবান্ সেই হেতু অভিলাষ করিয়াছিলেন, "আমি যুধিষ্ঠিরের সমভিব্যাহারে মহাসমারোহ পূর্ব্বক ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিব; তিনিই রাজাকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা করিবেন।" সেই হেতু বেদব্যাস প্রভৃতি তপস্বী সকল নানা ইতিহাস উদ্ধার করত সান্ত্বনা করিয়াও ধর্ম্মনন্দনকে সুস্থ করিতে সমর্থ হইলেন না। স্বয়ং কৃষ্ণের বাক্যও বিফল হইল। ভূপতি

বন্ধুহত্যা চিন্তা করিয়া অজ্ঞানবশে মোহ এবং স্নেহে অভিভূত হইলেন। অবশেষে দুঃখভরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, হায়, আমি কি মূঢ়! দুরাত্মার অন্তঃকরণে কি ভয়ানক অজ্ঞানই বদ্ধমূল হইয়াছিল! নরাধম কুক্কুর ও শৃগালাদির আহারযোগ্য এই শরীর রক্ষা করিবার নিমিত্ত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সংহার করিলাম! কি ঘৃণার কথা; আমি যুদ্ধস্থলে বালক, ব্রাহ্মণ, আত্মীয়, বন্ধু, পিতৃব্য, ভ্রাতা ও গুরুকে বধ করিয়াছি! সহস্র সহস্র বৎসর নরকভোগ করিলেও আমার সে পাপের ক্ষয় হইবে না। রাজা প্রজাদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে পর অন্য রাজা তাঁহাকে সংহার করিতে পারেন; কিন্তু দুর্য্যোধন পুত্রের ন্যায় প্রজা পালন করিতেন; তাঁহার কোন দোষই ছিল না; আমি কেবল রাজ্যের লোভেই তাঁহাকে বধ করিয়াছি। কাহারও পুত্র, কাহারও স্বামী, কাহারও বা বন্ধু বিনাশ করিয়া আমি প্রকারতঃ স্ত্রীহিংসাও করিয়াছি। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া আমি কোন কার্য্য দ্বারাই সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব না; কারণ হিংসা জন্য অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া আমাকে পুনর্ব্বার হিংসাই করিতে হইবে। অতএব দৈবকৃত একমাত্র হিংসার প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হইয়া আমি বহু হিংসাদোষে দূষিত হইব। পঙ্ক দ্বারা পঙ্ক ক্ষালন করা যায় না এবং সুরার লেশমাত্রে অপবিত্র হইয়া কোন সামগ্রী প্রভূত সুরায় পবিত্র হইতে পারে না।

কুন্তীস্তব-নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির প্রজাধ্বংস হেতু ভীত হইয়া শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট বিবিধ ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। ভ্রাতৃগণ ব্যাস, ধৌম্য প্রভৃতি ব্রহ্মণদিগের সমভিব্যাহারে উত্তম-অশ্ব-যুক্ত সুবর্ণ-ভূষিত রথে আরোহণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সখা অর্জ্জুনের সহিত এক রথে অধিরোহণ করিয়া সহগামী হইলেন। রাজা তাঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া গুহ্যকগণে পরিবৃত কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

পাণ্ডবেরা এই রূপে শ্রীকৃষ্ণ ও অনুচরবর্গের সহিত কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া স্বর্গচ্যুত অমরের ন্যায় ভূমিপতিত ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করত সকলেই নমস্কার করিলেন। গঙ্গা-নন্দনকে দর্শন করিবার মানসে ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণ তথায় আগমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মন্! অনন্তর পর্ব্বত, ধৌম্য, নারদ, ভরদ্বাজ, সশিষ্য পরশুরাম, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত, গৃৎসমদ, অসিত, কাক্ষীবান্, গৌতম, অত্রি, কৌশিক, সুদর্শন, শুকদেব ও কশ্যপ প্রভৃতি অন্যান্য অনেকানেক তপস্বী সকল আপন আপন শিষ্য সমভিব্যাহারে ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম দেশ কাল বিবেচনায় বিলক্ষণ বিচক্ষণ ছিলেন, সুতরাং মহর্ষিদিগকে একত্র সমবেত দেখিয়া

যথাবিধানে সকলেরই পূজা করিলেন। জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়েই অবস্থিতি করিতে ছিলেন; তথাপি এক্ষণে নিজমায়াবশে শরীর ধারণ করিয়া তিনি সম্মুখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, দেখিয়া দেবব্রত তাঁহারও অর্চ্চনা করিলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ স্নেহ ও বিনয়ভরে অবনত হইয়া নিকটে বসিয়াছিলেন। গঙ্গানন্দন তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দরদরিত অশ্রুধারায় পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহার নয়নযুগল অন্ধ হইয়া উঠিল। তখন তিনি প্রেমভরে কহিতে লাগিলেন, হায় কি লজ্জার বিষয়! কি অন্যায় অধ্যবসায়! পাণ্ডুপুত্রগণ! তোমরা ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম এবং নারায়ণকে আশ্রয় করিয়া আছ; তথাপি কি কারণে সংসারভোগ কষ্টকর ভাবিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না। যখন মহারথ পাণ্ডু পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, তখন তোমরা অতি বালক; সেই হেতু আমার পুত্রবধূ কুন্তী তোমাদিগের জন্য নিয়ত কাল মুহুর্ম্মুহুঃ অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন। তোমরা যে নানা- বিধ কষ্ট ভোগ করিয়াছ, তাহাতে তোমাদিগের কোন দোষই ছিল না; কালই তোমাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছে। কাল এই সংসার পালন করিতেছে; কারণ মেঘসমূহ অনিলের ন্যায়, লোক কালেরই বশবর্ত্তী। অহো; কালের কি দুর্ব্বার প্রভাব! যাহাদিগের ধর্ম্মপুত্র রাজা এবং অদ্বিতীয় বলশালী গদাপাণি বৃকোদর, যোদ্ধৃচূড়ামণি অর্জ্জুন, শরাসনশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব ও শ্রীকৃষ্ণ সহায়, তাহাদিগেরও বিপদ্ হইল! রাজন্

যুধিষ্ঠির! এই বসুদেবতনয় যে কি উদ্দেশ্যে কার্য্য করেন কোন ব্যক্তিই তাহা জ্ঞাত নহেন। সে বিষয়ের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে প্রবত্ত হইয়া পণ্ডিতদিগেরও বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়। অতএব ভরতশ্রেষ্ঠ! দৈববশেই তোমাদিগের যাবতীয় অনর্থ ঘটিয়াছে, জানিয়া বিনীতভাবে অনাথ প্রজাদিগকে প্রতিপালন কর। ভাগ্যের প্রতিকুলতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া নিরর্থক ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করিও না। রাজ্য শাসন করিতে তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতাও আছে। এই যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছ, ইনি সাক্ষাৎ আদিপুরুষ নারায়ণ; আপনার মায়াবলে লোকদিগকে মুগ্ধ করিয়া আপনাকে যদুনন্দন বলিয়া ব্যক্ত করিতেছেন। ইঁহার প্রভাব অতি দুর্জ্ঞেয়; শিব, নারদ ও কপিল ভিন্ন আর কেহই তাহা জ্ঞাত নহেন। বৎস! তুমি যাঁহাকে মাতুলপুত্র, প্রিয়পাত্র, হিতসাধক ও উপকারক বলিয়া জ্ঞান করিতেছ; যিনি প্রণয় বশতঃ তোমাদিগের দূত, মন্ত্রী ও সারথি হইয়াছিলেন; তিনি সাক্ষাৎ দৈব। তুমি নিরন্তর তাঁহারই বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে। নীচের ন্যায় তোমাদিগের সারথি হইয়া ছিলেন বলিয়া, তুমি কৃষ্ণকে অন্য জ্ঞান করিও না। তিনি সর্ব্বময়; সুতরাং সকলকেই সমান জ্ঞান করেন। তাঁহার রাগ নাই, দ্বেষ নাই, অহঙ্কার নাই, পক্ষপাত নাই। অতএব তিনি উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিবেচনায় কার্য্যের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সমালোচন করেন না। ভগবান্ সত্যই সমদর্শী; তথাপি ভক্তের প্রতি তাঁহার কতদূর পক্ষপাত দেখ। শ্রীকৃষ্ণ আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত দেখিয়া সাক্ষাৎ সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন। যোগী

সকল যাঁহাতে মনোনিবেশ এবং যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করত সমুদায় বাসনা ও কর্ম্মভোগ হইতে মুক্ত হন, প্রার্থনা করি, সেই দেবদেব চতুর্ভুজ আমার দেহ-নাশ পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি করুন; অন্য ব্যক্তি যাহা কেবল হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন, আমি সেই রক্তবর্ণ নেত্র-যুগলে সুশোভিত সুপ্রসন্ন হাস্য বদন চক্ষে নিরীক্ষণ করি।

সূত বলিলেন, যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী পিতামহের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নানাবিধ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, পিতামহ! কোন্ ধর্ম্ম মনুষ্যজাতির সাধারণ ধর্ম্ম? প্রত্যেক বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মই বা কিরূপ? কাহার নাম প্রবৃত্তি ধর্ম্ম? নিবৃত্তি ধর্ম্ম কাহাকে বলে? আপনি বিস্তারপূর্ব্বক এক এক করিয়া দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম এবং হরির তুষ্টিসাধনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের উপদেশ করুন। মুনে! গঙ্গানন্দন রাজার সেই প্রার্থনা অনুসারে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও অন্যান্য বিবিধ ধর্ম্ম উদাহরণের সহিত কীর্ত্তন করি-লেন। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর প্রতি ধর্ম্মের যে পৃথক্ পৃথক্ উপায় নির্দিষ্ট আছে তাহারও উপদেশ দিলেন। অভ্যাগত ঋষিগণ সকলেই শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম পরম যোগী এবং ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন; তিনি উত্তরা-য়ণে প্রাণত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন; সেই হেতু এত দিন শরশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের নিকট পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ অর্থযুক্ত বাক্য বলিতে বলিতেই তাঁহার সেই বাঞ্ছিত সময় উপস্থিত হইল। তখন তিনি জিহ্বা

সংযত করিয়া বিষয়সঙ্গ হইতে মনকে আকর্ষণ করত পীতবাস চতুর্ভুজ আদিপুরুষে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার নেত্র-যুগল উন্মীলিতই রহিল। এইরূপ বিশুদ্ধ চিত্তসংযম হেতু সমুদায় অশুভই বিনষ্ট হইল। কৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষে তাঁহার অস্ত্রবেদনাজন্য যন্ত্রণাও নিবৃত্তি পাইল; সুতরাং ইন্দ্রিয় সকল বেদনা নিবন্ধন ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া স্নিগ্ধ হইল। তখন গঙ্গানন্দন তনুত্যাগসময়ে স্তব করিয়া ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন, বিবিধ ধর্ম্মাদি রূপ উপায় দ্বারা যে চিত্ত-সংযম-রূপা প্রবৃত্তি অভ্যাস করিয়াছি, তাহা এই ভক্তবৎসল ভগবানে নিষ্কাম হইয়া অর্পণ করিলাম। মহত্ত্ব ইঁহা হইতে অন্য কুত্রাপিও নাই। ইনি নিরন্তর পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া আছেন। সেই আনন্দই ইঁহার স্বরূপ। ইনি ক্রীড়াচ্ছলে ইচ্ছাবশতঃ কখন কখন প্রকৃতি আশ্রয় করেন; সেই প্রকৃতি হইতেই সংসারের উৎপত্তি হয়। ইঁহার তমালের ন্যায় নীলবর্ণ কলেবর ত্রিভুবন বিমোহিত করিতেছে; তাহাতে পীত বাস কি অনির্বচনীয় শোভাই ধারণ করিয়াছে; মুখপদ্ম চূর্ণ-কুন্তলে বেষ্টিত হইয়া প্রসন্নভাবে বিকসিত হইয়াছে; আমি কোন ফলেরই কামনা করি না, কেবল প্রার্থনা করি, এই অর্জ্জুনসারথির প্রতিই আমার মতি হউক। যুদ্ধস্থলে এই শ্রীকৃষ্ণের কেশকলাপ তুরগ-খুরোদ্ধূত রজঃ-পটলে ধূষরিত হইয়াছিল। ঘর্ম্মবারি তাহারই ঘর্ষণে চূর্ণীকৃত হইয়া ইঁহার বদনকমল ব্যাপ্ত করিয়াছিল; আমার শাণিত-শর-জাল

ইঁহার গাত্র বিদ্ধ করত দেহলগ্ন বর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া তাহার কি সমুজ্জ্বল শোভাই বা উৎপাদন করিয়াছিল; এক্ষণে বাসনা করি, ইঁহাতেই আমার চিত্ত নিযুক্ত থাকুক্। সখা অর্জ্জুনের প্রতি ইঁহার কি অসাধারণ পক্ষপাত! যুদ্ধস্থলে তিনি যখন ইঁহাকে বলিয়াছিলেন, সখে! উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর; আমি ক্ষণ কাল যোদ্ধৃদিগকে অবলোকন করি; তখন ইনি উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিয়া শত্রুপক্ষীয় বীরদিগকে দর্শন করত সকলেরই বল হরণ করিয়াছিলেন; বাঞ্ছা করি, ইঁহাতেই আমার রতি হউক্। সেনার অগ্রভাগে আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া অর্জ্জুন বন্ধুবধভয়ে যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তখন ইনি নিজ বিদ্যাবলে তাঁহার কুমতি নষ্ট করিয়াছিলেন; আমার মন ইঁহারই চরণে রত হউক। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ইনি পাণ্ডবদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "আমি তোমাদিগের সাহায্যমাত্র করিব; নিজে অস্ত্র ধারণ করিব না" কিন্তু আমার বাসনা ছিল, ইঁহাকে অস্ত্র ধারণ করাইব; সুতরাং ভক্তবৎসল ভগবান্ আর আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলেন না। যাহাতে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, এই ভাবিয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত চক্রহস্তে আমায় বধ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন। উত্তরীয় বসন অঙ্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে লুঠিয়া চলিল, এবং মেদিনী পদভরে কাঁপিতে লাগিল। আমি শত শত শাণিত বাণ নিক্ষেপ করিলাম, তাহাতে

ক্ষত বিক্ষত হইয়া ইঁহার তমালনীল কলেবর রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইল। তখন অর্জ্জুন বারংবার ইঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুকুন্দ কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না; দ্বিরদের প্রতি কেশরীর ন্যায় আমার বধের নিমিত্ত ধাবিত হইলেন। এক্ষণে বাসনা করি, ইনি ভিন্ন যেন আমার অন্য গতি না হয়। অচিন্ত্যস্বরূপ ভগবান্ অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহ বশতঃ তাঁহার সারথ্যরূপ নীচ কার্য্য স্বীকার করিয়া অশ্বের রশ্মি ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ইঁহার কি অনির্বচনীয় শোভাই হইয়াছিল। এক্ষণে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত; অতএব ইঁহাতেই আমার রতি হউক। যুদ্ধস্থলে বীরগণ ইঁহাকে দেখিতে দেখিতে প্রাণত্যাগ করিয়া ইঁহাতেই বিলীন হইয়াছে। এই নন্দনন্দন ললিত গতি, বিলাস, মনোহর হাস্য এবং প্রণয়দৃষ্টি দ্বারা গোপিনীদিগের মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহারা সেই গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ইঁহার গোবর্দ্ধনধারণাদি অলৌকি ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া ইঁহারই তুল্য হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সভাস্থলে রাজবর্গ এবং মুনিগণ ইঁহার রূপ ও অলৌকিক মহিমা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। অহো; আমার কি সৌভাগ্য! সেই এই ভূতভাবন ভগবান্ প্রকাশ্য রূপ ধারণ করিয়া মৃত্যুকালে আমার নেত্রপথে বিরাজ করিতেছেন। আমি কৃতার্থ হইলাম। এই জগদাত্মা বাসুদেবের জন্ম নাই। ইনি প্রাণীদিগকে আপনি নির্মাণ করিয়া প্রত্যেকের হৃদয়েই অবস্থিতি করিতেছেন, এবং দৃষ্টিভেদে সূর্য্যের ন্যায়, অধিষ্ঠানভেদে

নানারূপ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন। আমি এক্ষণে ইঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইলাম; সুতরাং আমার মোহ এবং ভেদজ্ঞান নষ্ট হইল।

সূত বলিলেন, ভীষ্ম মন, বাক্য এবং দৃষ্টি দ্বারা আত্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মসংযোগ করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালীন তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত না হইয়া অন্তরেই বিলীন হইল। পিতামহ উপাধি-শূন্য ব্রহ্মে মিলিত হইলেন দেখিয়া অভ্যাগত ব্যক্তি সকল, দিবাবসানে পক্ষিগণের ন্যায়, নিস্তব্ধ হইলেন। তখন দেবতা ও মনুষ্য সকল দুন্দুভি শব্দ করিতে লাগিলেন; রাজাদিগের নিকট সাধু ব্যক্তিরা ধন্যবাদ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করি-লেন; এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির পরলোকপ্রাপ্ত শান্তনুনন্দনের দাহাদি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ক্ষণ কাল শোক প্রকাশ করিলেন। মুনি-গণ এত ক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে চিন্তা করত তাঁহার স্তব করিতে-ছিলেন; এক্ষণে সকলেই স্ব স্ব আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সহিত হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিয়া, ধৃতরাষ্ট্র এবং গন্ধারীকে সান্ত্বনা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে আজ্ঞা করিলেন; কৃষ্ণও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজধর্ম্ম অনুসারে কুলক্রমাগত রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-লাভ-নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সূত! ধনের নিমিত্ত যুদ্ধপ্রবৃত্ত দায়াদদিগকে বিনাশ করত; শোক হেতু ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন?

সূত বলিলেন, পরীক্ষিৎকে রক্ষা করত বংশ-দাবাগ্নি-দগ্ধ কুরুবংশের পুনর্বার অঙ্কুর রোপণ এবং যুধিষ্ঠিরকে নিজ রাজ্যে স্থাপন করিয়া ভূতভাবন ত্রিলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ সাতিশয় প্রীতি অনুভব করিলেন। "নিখিল জগৎ পরমেশ্বরের অধীন; কেহ স্বাধীন হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারে না" যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও অচ্যুতের মুখে যে এই পরম বিজ্ঞান শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ভ্রম নষ্ট হইল। তিনি আর আপনাকে স্বাধীন কর্ত্তা ভাবিয়া বন্ধুনাশজন্য দুঃখভরে বিষয় ত্যাগ করিতে চাহিলেন না। কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রের ন্যায়, অনুজদিগের সহিত পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। অজাতশত্রু ধর্ম্মনন্দন রাজা হইলে পর মেঘ যথেষ্ট বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; পৃথিবী যাবতীয় অভীষ্ট বস্তু প্রসব করিতে লাগিলেন; পীনোধ্নী-গাভী-গণ দুগ্ধধারায় গোষ্ঠভূমি অভিষিক্ত করিতে লাগিল; সমুদ্র ও নদী সকল যথাকালে বসুন্ধরা আর্দ্র করিল; পর্ব্বতসমূহ লতাজালে আবৃত হইল; শিখরদেশে বনস্পতি ও বিবিধ-বৃক্ষ-রাজি

বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। ওষধিসঙ্ঘ প্রতি ঋতুতেই অভীষ্ট ফল উৎপাদন করিতে লাগিল। প্রজাদিগের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তিনপ্রকার পরিতাপই দূর হইল।

এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুদিগের শোকশান্তি এবং ভগিনী সুভদ্রার অনুরোধ হেতু কতিপয় মাস হস্তিনায় অবস্থিতি করিয়া অবশেষে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত দ্বারকায় প্রস্থান করিবার জন্য রথে আরোহণ করিলেন। তখন কেহ আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন কেহ বা অভিবাদন করিতে লাগিলেন। বৈশ্যা-গর্ভ-সম্ভূত ধৃতরাষ্ট্র-তনয় যুযুৎসু, ধৃতরাষ্ট্র, কৃপ, নকুল, সহদেব, ভীম ও ধৌম্য এবং সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা ও সত্যবতী প্রভৃতি স্ত্রীগণ শার্ঙ্গপাণি নারায়ণের বিরহ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। পণ্ডিত ব্যক্তি সাধুদিগের নিকট হরির মনোহর যশোগান শ্রবণ করিয়া পুত্রাদি-বিষয়-ভোগ-লালসা পরিহার করত আর তাঁহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না; অতএব পাণ্ডবেরা বহু কাল অবধি দর্শন, আলিঙ্গন, আলাপন এবং একত্র শয়ন ভোজন দ্বারা সেই হরিতে একান্ত আসক্ত হইয়া এক্ষণে কিরূপেই বা তাঁহার বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিবেন। নন্দনন্দন প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, দেখিয়া তদ্গত চিত্তে সকলেই তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। যিনি যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি নিশ্চল হইয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে কেবল পূজোপহার আনয়ন করিবার নিমিত্তই স্থানান্তরে গমন করিলেন। দেবকী-

সুত অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পর কুলকামিনীদিগের নেত্রকমল অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল ; কিন্তু পাছে তাঁহার কোন অমঙ্গল হয়, ভাবিয়া তাঁহারা বারিধারা চক্ষেই সংবরণ করিলেন।

ক্রমে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ভেরী, বীণা, পণব, গোমুখ, ধুধুরী, আনক, ঘণ্টা, দুন্দুভি প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। কুরুকামিনী সকল দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রেম, লজ্জা ও প্রফুল্লতা তাঁহাদিগের নয়নভঙ্গী অবলম্বন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। অর্জ্জুন প্রিয়-সখার মস্তকোপরি রত্ন-দণ্ড-বিশিষ্ট মুক্তা-জাল-বিভূষিত শ্বেত ছত্র ধারণ করিলেন। উদ্ধব ও সাত্যকি দুই অত্যাশ্চর্য্য চামর হস্তে করিয়া, ব্যজন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিকীর্য্য-মাণ পুষ্পভারে ভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। তিনি নির্গুণ ও আনন্দময় হইলেও এক্ষণে মানবরূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, ব্রাহ্মণদিগের শুভ আশীর্বাদ নিরর্থক বোধ হইল না ; তাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণ পরিতুষ্ট হইল। কুরুমহিলারা তদ্গত চিত্তে কৃষ্ণবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন ; শুনিয়া বোধ হইল, যেন যাবতীয় উপ-নিষদ্ মুর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ এবং তাহার অশেষ প্রশংসাও, করিতেছে। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, সখি! মনে হইতেছে ত, সেই যে আদি পুরু-ষের কথা শুনিয়াছিলে, যিনি গুণ বিভাগের পূর্ব্বে এবং

উপাধিভূত অবিদ্যা ধ্বংস জন্য জীবের লয়রূপ প্রলয়-কালে একাকী প্রপঞ্চ-রহিত আপনাতেই অবস্থিতি এবং তাহার পর জীবের নাম ও রূপ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আপনার কাল-শক্তি প্রেরিত জীবমোহিনী, সৃষ্টিকামা, প্রকৃতির সংসর্গ করিয়াছিলেন, তিনি ঐ গমন করিতেছেন। উনিই কর্ম্মের নিমিত্ত বেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জিতেন্দ্রিয় ভক্তিরত যোগী সকল অন্তরে শ্বাস রোধ করত তপস্যা করিয়া নির্ম্মল-বুদ্ধি-বলে উহার স্বরূপ জানিতে পারেন; আমাদিগের ন্যায় অধম ব্যক্তির ভাগ্যে তাঁহার চরণদর্শনের সম্ভাবনা নাই; অতএব উহাঁকে দূরস্থ হইতে দেওয়া উচিত নহে, উহাঁর সঙ্গে সঙ্গে গমন করাই কর্ত্তব্য। সখি! বেদ ও অন্যান্য নিগূঢ়-তত্ত্ব-বিষয়ক শাস্ত্রে যাঁহাকে ঈশ্বর ও জগন্ময় বলিয়া গান করে, যিনি এই বিশ্ব, সৃষ্টি পালন ও ধ্বংস করেন, কিন্তু কিছুতেই লিপ্ত হন না, তিনি ঐ গমন করিতেছেন। রাজগণ তমোগুণে আচ্ছন্ন ও বুদ্ধিশূন্য হইয়া অধর্ম্মপূর্ব্বক আপনাদিগকে পোষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেই উনি বিশুদ্ধ সত্বগুণ অবলম্বন করত যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া ঐশ্বর্য্য, সত্যপ্রতিজ্ঞতা, যথার্থবাদিতা, ভক্তবাৎসল্য এবং অদ্ভুত কার্য্য প্রকাশ করেন। অহো; যদুবংশই ধন্য! পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীপতি তাহাতে উৎপন্ন হইয়াছেন। বৃন্দাবনেরই বা কি সৌভাগ্য! দেবকী-নন্দন সেই স্থানে ভ্রমণ করিয়া তাহাকে পবিত্র করিয়াছেন। দ্বারকারও মাহাত্ম্যের সীমা নাই; পৃথিবী উহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পবিত্র হইল; অমরা-

বতীও উহার নিকট লজ্জা পায় ; কারণ সে স্থানে প্রজা সকল আত্মপতি শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য দর্শন করে ; সুতরাং তাহাদিগের আর তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবার ভাবনা থাকে না। সখি! গোপিনীরা পূর্ব্ব জন্মে যদুনন্দনকে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত কত কত পুণ্য তীর্থে অবগাহন, কত ব্রতেরই বা অনুষ্ঠান করিয়াছিল। কারণ উনি তাহাদিগের হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন। তাহারা একাগ্রচিত্তে উহাঁর অধরামৃতও পান করে। রণস্থলে বলশালী শিশুপাল প্রভৃতি বীরদিগকে পরাজয় করিয়া বীর্য্যরূপ শুল্ক দানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্নজননী রুক্মিণী, সাম্ব প্রসূতি জাম্ববতী এবং আম্বমাতা নাগ্নজিতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ভৌমকে বধ করিয়া সত্যভামা প্রভৃতি অপরাপর সহস্র মহিলারও পাণিগ্রহণ করেন। সখি! তাঁহারাই পরাধীন অপবিত্র নারীজন্ম শোভিত করিয়াছেন ; কারণ ঐ পদ্মলোচন তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কখন গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করেন না ; প্রত্যুত পারিজাতাদি অভিলষিত বস্তু আহরণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রীতি উৎপাদন করেন।

হরি গমন করিতে করিতে কুরুকামিনীদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রকার বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; তাহাতেই সেই বাক্যের অভিনন্দন করা হইল। পথে তাঁহার কোন বিপদ্ না ঘটে, এই ভাবিয়া অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার সমভিব্যাহারে চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করিলেন। মাধব, বিরহাতুর কৌরবদিগকে অনেক দূর আসিতে

দেখিয়া স্নিগ্ধবাক্যে সান্ত্বনা করত সকলকে ফিরাইয়া দিলেন; পরে প্রিয় সহচরদিগের সহিত আপনার নগরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে কুরুজাঙ্গল, পাঞ্চাল, শূরসেন, যামুন, ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, সারস্বত, মরু ও স্বল্পতোয় প্রদেশ সকল এক এক করিয়া অতিক্রম করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকদেশীয় প্রজারাই নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া তাঁহার পূজা করিল। হরি সমস্ত দিনই রথারোহণে গমন করত কেবল সন্ধ্যাসময়ে অবতীর্ণ হইয়া জলাশয়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভার্গব! তাহাতেও তাঁহার অশ্বগণ বিশেষ ক্লান্ত হইল না।

মাধব এই রূপে নানা দেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে সৌবীর এবং আভীর দেশের মধ্যবর্ত্তী আনর্ত্তনামক দ্বারকা-প্রদেশে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-গমন-নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অতি সমৃদ্ধ, আনর্ত্ত নামক নিজ জনপদে উপস্থিত হইয়া শঙ্খশ্রেষ্ঠ পাঞ্চজন্য শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহা শুনিয়া প্রজাদিগের বিষাদ দূর হইল। শ্বেতবর্ণ পাঞ্চজন্য দেবকীনন্দনের মুখ-রক্তিমায় রঞ্জিত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল, দেখিয়া বোধ হইল, যেন